উপন্যাস

হুমায়ূন আহমেদ

দাঁড়কাকের সংসার কিংবা মাঝে মাঝে তব দেখা পাই

আমার নাম লিপি। আমি ক্লাস টেনে পড়ি। সায়েন্স গ্রুপ। স্কুলের নাম লালমাটিয়া গার্লস হাই স্কুল। আমি ঠিক করেছি গরমের ছুটিতে একটা উপন্যাস লিখব। উপন্যাসের নাম 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই'। নামটা সুন্দর না? তবে এই নাম আমার দেওয়া না। নাম দিয়েছেন আহসান সাহেব। আহসান সাহেব বাড়িওয়ালা। তিনতলায় থাকেন। তাঁর অনেক বুদ্ধি। উপন্যাস লেখার আইডিয়াও তিনি দিয়েছেন। আমার ধারণা তিনি সিরিয়াসলি এই আইডিয়া দেন নি। ফাজলামি করে দিয়েছেন। তিনি অনেক ফাজলামি করেন। গম্ভীর মুখ করে ফাজলামি করেন বলে বোঝা যায় না। তিনি অনেক রসিকতাও করেন।

● অলঙ্করণ : আনসুজ্জামান সোহেল

সর্দারজিদের নিয়ে তার একটা গল্প আছে, যতবার এই গল্পের কথা আমার মনে হয় ততবারই আমি একা একা হাসি। তাঁর সম্পর্কে আমি পরে লিখব। এখন উপন্যাসটা সম্পর্কে বলি।

আচ্ছা সর্দারজির জোকটা বলে নেই, পরে ভুলে যাব। যে-কোনো মানুষকে একটা পাতা ফটোকপি করতে দিলে পাঁচ মিনিটে ফটোকপি করে নিয়ে আসে, শুধু সর্দারজিরা এক ঘণ্টা সময় নেন। কারণ তারা মূল পাতার সঙ্গে ফটোকপি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলিয়ে দেখেন– সব বানান ঠিক আছে কি না।

আহসান সাহেব বলেছেন, উপন্যাসের শুরুর কয়েকটা লাইনে কোনো না কোনো চমক থাকতে হবে। যেন পাঠক প্রথম কয়েকটা লাইন পড়েই হুকড হয়ে যায়। মনে মনে বলে, ঘটনাটা কী? উপন্যাসের ওপেনিং আর দাবার ওপেনিং এক না। দাবার ওপেনিং নির্দিষ্ট হয় PK_4 কিংবা PQ_3. উপন্যাসের ওপেনিং নির্দিষ্ট না। তুমি যে-কোনো জায়গা থেকে শুরু করতে পারো। তবে শুরুতেই থাকবে চমক।

আমি আমার উপন্যাসের শুরুটা দুইভাবে ভেবে রেখেছি। কোনটা রাখব এখনো ঠিক করি নি। দুটোতেই চমক আছে। যেমন–

[ক] আমার পাশের ঘরে কে যেন গোঁ গোঁ শব্দ করছে। হঠাৎ শুনলে মনে হবে কাউকে ছুরি দিয়ে গলা কাটা হচ্ছে।

[খ] ঠিক দুপুরে একটা দাঁড়কাক এসে বসল আমাদের রেলিংয়ে। বসেই সে মানুষের গলায় ডাকল, 'কে আছ? কে?'

দুটা শুরুতেই চমক আছে, তবে শেষেরটায় চমক একটু বেশি। প্রথমটায় ডিটেকটিভ উপন্যাস ভাব আছে। আমি ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখব না। প্রেমের উপন্যাস লিখব। মনে হয় আমি কাকের মানুষের মতো কথা বলাটা রাখব। কাক তো আর মানুষের মতো কথা বলতে পারে না। কাজেই তার একটা ব্যাখ্যা থাকতে হবে। এমন হতে পারে যে কাক কা কা করছে, সবাই ভুল শুনছে। আহসান সাহেব বলেছেন, তোমাকে চরিত্র বর্ণনা করতে হবে। পুরোটা না হলেও কিছুটা। মনে করো তুমি তোমার বাবার সম্পর্কে লিখছ। তোমার বাবা দেখতে কেমন এটা লিখতে হবে। যেন পাঠক তোমার বাবা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা পায়। তারা উনার একটা ছবি কল্পনা করতে পারে। তোমার বাবা কত ফুট কত ইঞ্চি লম্বা এটা বলার দরকার নেই– তবে তিনি লম্বা না খাটো এটা বলতে হবে। তাঁর ওজন কত পাউন্ড কত আউন্স বলতে হবে না, তিনি রোগা না মোটা এটা বলা দরকার।

আহসান সাহেবের কথা মেনে লিখতে হলে দাঁড়কাকটার বিষয়ে আরও কিছু লেখা দরকার। আমি লিখতে পারছি না। কারণ দাঁড়কাক আমি কখনো ভালোমতো দেখি নি। ক্লাস এইটে পড়ার সময় একটা দাঁড়কাক সত্যি সত্যি আমাদের বাসার রেলিংয়ে বসে কা কা করে ডাকত। মা আমাদের বলে দিয়েছিলেন, কাক ডাকতেই আমরা যেন তাড়াবার ব্যবস্থা করি। কাকের ডাক খুবই অলক্ষণ। মা'র কথা সত্যি হতেও পারে। কাক ডাকাডাকির কিছুদিনের মধ্যেই আমার দাদি মারা গেলেন। কাক ডাকাও বন্ধ। মনে হয় খুব শিগগিরই আমাদের বাসায় কেউ মারা যাচ্ছে না। আমার দাদির নাম মর্জিনা বিবি। যৌবনকালে তিনি কেমন ছিলেন আমি জানি না। তখন তো তাঁকে দেখি নি। মৃত্যুর সময় তাঁর চেহারা ডাইনী বুড়ির মতো হয়ে গিয়েছিল। গর্ত গর্ত চোখ। চামড়া শুকিয়ে প্লাস্টিকের মতো হয়ে বিকট দেখাত। মাথায় চুল ছিল না। শুধু ডানদিকের কানের কাছে এক গোছা পাটের মতো চুল। চুলের এই গোছা তিনি খুবই যত্ন করতেন। নিজের হাতে তেল দিতেন। কাঠের চিরুনি দিয়ে আঁচড়াতেন। একদিন দেখি বেণীও করেছেন। আমি বললাম, দাদিমা চুলে বেণী করেছ?

দাদিমা বললেন, বেণী করলে তোর কী? তুই... দিয়া বেণী কর।

আমি ডট ডট দিয়ে যে শব্দটা লিখেছি সেই শব্দটার মানে খুব খারাপ। হিন্দিতে 'চুল' বললে যা বুঝায় তা। দাদিমা সারাক্ষণ কোনো না কোনো খারাপ কথা বলতেন। একবার আমাকে পাশে বসিয়ে বললেন...। না থাক এটা বলা যাবে না। আহসান সাহেব যদিও বলেছেন উপন্যাসে মিথ্যা থাকবে না। মিথ্যায় কোনো প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। তারপরেও আমার মনে হয় সব সত্যি লেখা উচিত না। উনাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে নোংরা কথা থাকবে কি না। আমরা তো প্রায়ই নোংরা কথা বলি।

আমার উপন্যাসে আমি অল্প কয়েকটা চরিত্র নিয়ে আসব। যেমন, আমার পরিবারের লোকজন। বাইরের মানুষ হিসেবে থাকবেন শুধু আহসান সাহেব। আহসান সাহেব আমার বাবার বন্ধু। বাবা আরমানিটোলা স্কুলে তাঁর সঙ্গে পড়তেন। স্কুলে কিছু কিছু ছেলেদের বিশেষ বিশেষ নামে ডাকা হয়। আহসান সাহেবকে ডাকা হতো 'মার্বেল' নামে। কারণ তিনি স্কুলে যেতেন পকেটভর্তি মার্বেল নিয়ে।

আপনারা নিশ্চয়ই একটু অবাক হচ্ছেন, কারণ আমি বাবার বন্ধুকে চাচা না বলে আহসান সাহেব, আহসান সাহেব বলছি। এর কারণ হচ্ছে আমি ওনাকে বিয়ে করব। চমকে গেলেন না? আমার উপন্যাসের এইটাই সবচেয়ে বড় চমক। এই চমকটা শেষের দিকে আসবে। আমি যে তাঁকে বিয়ে করব বলে ঠিক করেছি এই বিষয়টা আহসান সাহেব নিজেও জানেন না। যেদিন জানবেন সেদিন তিনিও চমক খাবেন। যাই হোক, আহসান সাহেব সম্পর্কে বলি।

চৌধুরী আহসান উদ্দিন
বয়স : ৫৫
রাশি : বৃশ্চিক
উচ্চতা : পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি
ওজন : জানি না
গাত্রবর্ণ : শ্যামলা
পেশা : ইঞ্জিনিয়ার [এক সময় ছিলেন, এখন ঘরে বসে কাটান। বই পড়েন।]
বিশেষ চিহ্ন : বাঁ চোখের ভুরুর উপর কাটা দাগ।
চুলের রং : সাদা
চোখের বর্ণ : কালো
বৈবাহিক অবস্থা : [সমস্যা আছে]
ধর্ম : ইসলাম

বৈবাহিক অবস্থার জায়গায় আমি লিখেছি সমস্যা আছে। আসলে কোনো সমস্যা নেই। ভদ্রলোকের স্ত্রী রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন। ভদ্রলোক নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। হুড়মুড় করে গাড়ির উপর একটা ট্রাক উঠে গেল। তাঁর স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন। তিনি নিজেও আহত হয়েছিলেন। অনেকদিন হাসপাতালে ছিলেন। এখনো সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন। স্ত্রী মারা যাওয়ায় তিনি যে খুব দুঃখিত হয়েছেন তা আমি মনে করি না। স্ত্রীকে নিয়ে তিনি কখনো গল্প করেন না। স্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকীতে মিলাদ পড়ান না বা ফকির খাওয়ান না। বেচারির একটা ছবি অবশ্যি তাদের শোবার ঘরে আছে। সেখানে এই মহিলা স্বামীর হাত ধরে সমুদ্র দেখছেন। ভদ্রমহিলার মুখ খুশি খুশি, কিন্তু তার স্বামী অর্থাৎ আহসান সাহেব মুখ বেজার করে আছেন। ছবিতে তাকে দেখে মনে হয় তাঁর প্রচণ্ড বাথরুম পেয়েছে। এই মুহূর্তে বাথরুমে যাওয়া প্রয়োজন। নয়তো দুর্ঘটনা ঘটে যাবে।

আহসান সাহেবের বৈবাহিক বিষয়ে কোনো সমস্যা নেই, তারপরেও আমি কেন লিখলাম সমস্যা আছে? এর একটা কারণ আছে। একদিন আমি ছাদে গিয়েছি আচারের বৈয়াম আনার জন্যে। আমার মা'র আচার বানানোর ব্যাপার আছে। তিনি হেন বস্তু নেই যার আচার বানান না। আমাদের বাসার ছাদে সব সময় ত্রিশ থেকে চল্লিশটা আচারের বৈয়াম থাকে। এর মধ্যে তিতা করলার আচারও আছে। মা'র আচারের বিষয়ে পরে গুছিয়ে বলব। এখন আহসান সাহেবের বৈবাহিক সমস্যাটা বলে শেষ করি।

উনার স্ত্রী মারা যাওয়ার আগের কথা।

আমি ছাদে গিয়ে দেখি আহসান সাহেব মোবাইল টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। বেশ জোরে

আমিয়ান শীতলছায়া

জোরেই কথা বলছেন। আমি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। উনি আস্তে বললেও শুনতে পেতাম। আমার কান খুব পরিষ্কার। কেউ ফিসফিস করে কথা বললেও আমি শুনতে পাই। আহসান সাহেবের টেলিফোনের কথাবার্তা এ রকম–

আহসান সাহেব : আপনাকে তো একবার বলেছি। একই কথা রিপিট করে কী হবে?

ওপাশ থেকে : [শোনা যাচ্ছে না। তবে অনেকক্ষণ ধরে কথা]।

আহসান সাহেব : আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ না করে কিছু বলব না।

ওপাশ : [অল্প সময় কথা]

আহসান সাহেব : আমাকে অবশ্যই রেনুকার সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ওপাশ : [কান্নার মতো শব্দ]

আহসান সাহেব : ষ্টপ ক্রায়িং প্লিজ। তোমাকে মনে রাখতে হবে রেনুকাকে আমি ভালোবাসি বা না বাসি তার সঙ্গে দীর্ঘদিন বাস করছি।

ওপাশ : [কী বলল বোঝা গেল না। আহসান সাহেবের বিরক্ত মুখ থেকে ধারণা করি– কথাগুলো তার পছন্দ হচ্ছে না।]

আহসান সাহেব : তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে। পেশেন্স।

ওপাশ : [মনে হচ্ছে টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। কারণ আহসান সাহেব কান থেকে টেলিফোন নামিয়ে বিরক্তমুখে টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে আছেন।]

এই সময় আমি ষ্টেজে ঢুকে পড়লাম। অর্থাৎ উনার কাছে গেলাম। আমি মাঝে মাঝে এই ধরনের বাক্য লিখব। শুরুতে বুঝতে অসুবিধা হলেও পরে ঠিক হয়ে যাবে।

আহসান সাহেব আমাকে দেখে বললেন, হ্যালো!

আমি জবাব না দিয়ে হাসলাম। হাসার সময় মাথা সামান্য কাত করে চিন ডাউন করে রাখলাম। মেয়েদের এই অবস্থায় সবচেয়ে সুন্দর লাগে। আমি নিজে নিজে এই তথ্য বের করি নি। ইন্ডিয়ান একটা ম্যাগাজিনে পড়েছি। ম্যাগাজিনের নাম সানন্দা। সেখানে ছবি তোলার সময় কী করতে হবে তাও লেখা আছে। ছবি তোলার 'চিজ' বলা যাবে না। জিভের আগা দিয়ে তালু ছুঁয়ে রাখতে হয়। জিভের আগা দিয়ে তালু ছুঁয়ে রাখলে মুখের চামড়া রিলাক্সড হয়। ছবি ভালো আসে। আমি দু'ভাবেই ছবি তুলে দেখেছি কোনো বেশকম হয় না। তবে একটায় গালের চামড়া সামান্য ফুলে থাকে। অনাটায় থাকে না।

আহসান সাহেব বললেন, তারপরে লিপি কী সমস্যা?

আমি বললাম, কোনো সমস্যা নেই।

আমার কাছে এসেছ?

হ্যাঁ।

বলো কী করতে পারি।

আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে পারেন।

এখন সম্ভব না। আমি একটি জরুরি টেলিফোনের জন্যে অপেক্ষা করছি। কাজেই গেট লষ্ট অর্থাৎ হারিয়ে যাও।

উনার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে পানি এসে গেল। চোখে পানি এলে চট করে মুখ সরিয়ে নিতে হয় না। তাতে চোখে আরও বেশি করে পানি জমে। আমি একটা টেকনিক বের করেছি, এই টেকনিকে চোখে জমে থাকা পানি সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যায়। কেউ বুঝতেই পারে না যে চোখে পানি এসেছিল। এই টেকনিক ব্যবহার করে আমি চোখের পানি শুকিয়ে ফেলে বললাম, আমি এসেছি জবা ফুলের ইংরেজি কী জানতে। ইংরেজিটা বললেই চলে যাব।

জবা ফুলের ইংরেজি তো তোমাকে একবার বলেছি।

ভুলে গেছি।

বেঙ্গলি টু ইংলিশ ডিকশনারি দেখে নাও। তা হলে আর ভুলবে না।

এই সময় তার মোবাইল টেলিফোন বেজে উঠল। মনে হয় জরুরি টেলিফোন চলে এসেছে। আমি মুখ ভোঁতা করে চলে এলাম। তিনি টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন বলে আমার ভোঁতা মুখ দেখতে পেলেন না।

আমি বেঙ্গলি টু ইংলিশ ডিকশনারি নিয়ে বসেছি। জবা ফুলের ইংরেজি নাম খুঁজছি। জবা ফুলের ইংরেজি আমি জানি– চায়না রোজ।

তারপরেও ডিকশনারি ঘাঁটছি কারণ আহসান সাহেব আমাকে ডিকশনারি দেখতে বলেছেন। তিনি আমার গুরু। তিনি যা বলবেন তা-ই আমি করব। তিনি যদি বলেন, লিপি ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ো তো।

আমি বলব জি আচ্ছা স্যার। এক্ষুনি লাফ দিচ্ছি। আপনি শুধু বলবেন ওয়ান টু থ্রি। থ্রি বললেই ঝাঁপ দেব।

আমাকে ডিকশনারি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেখে বাবা বললেন, কী করছিস?

আমি বললাম, ডিকশনারি দেখছি। জবা ফুলের ইংরেজি কী দেখছি।

বাবা আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকালেন। এর অর্থ জবা ফুলের ইংরেজি তিনি জানেন না। বাবাকে আমি খুব ভালো করে চিনি। জবা ফুলের ইংরেজি তিনি যদি জানতেন তা হলে সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, জবা বাংলাদেশের অতি কমন এক ফুল। এর ইংরেজি হলো, চায়না রোজ। তুমি এটা জানো না, আশ্চর্য। স্কুলে তোমাদের কী শিখায়? ক্লাস ফাইভ-সিক্সের একটা মেয়ে যা জানে, তুমি তো তাও জানো না।

আমার ডিকশনারি দেখা শেষ হলো।

বাবা বললেন, পেয়েছিস?

আমি বললাম, হুঁ, চায়না রোজ।

বাবা বললেন, জবা বাংলাদেশের অতি সাধারণ একটা ফুল। তুমি এর ইংরেজি জানো না শুনে দুঃখ পেলাম। চায়না রোজ অর্থাৎ নাক চ্যাপা চীনাদের গোলাপ। একটা খাতায় দশবার লেখ চায়না রোজ। যাতে আর ভুলে না যাও।

আমি খাতা নিয়ে দশবার চায়না রোজ না লিখে লিখলাম– বাবা নিজেকে যতটা চালাক ভাবেন তিনি তত চালাক না। জবা ফুলের ইংরেজি তিনি জানতেন না। ভান করেছেন যেন জানেন।

বাবা বললেন, লিখেছিস?

আমি বললাম, হুঁ।

বাবা বললেন, কী লিখেছিস দেখা। যদি দেখি দশবারের কম তা হলে খবর আছে।

আমি গম্ভীর মুখে বাবাকে খাতা দেখালাম। তিনি হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ তাকালেন। চিৎকার চেঁচামেচি করলেন না। তিনি খাতার পাতা উল্টাতে থাকলেন। আমি ছাদে চলে গেলাম। জবা ফুলের ইংরেজি শিখেছি এটা আহসান সাহেবকে জানানো দরকার।

আহসান সাহেব বললেন, ডিকশনারি দেখেছ?

আমি বললাম, হুঁ। চায়না রোজ।

আহসান সাহেব বললেন, জবার আরেকটা নাম আছে। Shoe flower. অর্থাৎ জুতা ফুল। জবা ফুল জুতা কালো করার কালিতে ব্যবহার হয় বলে এই নাম। মনে থাকবে?

থাকবে।

জবার বোটানিকেল নাম হলো *Hibiscus rosa*. পৃথিবীর পাঁচটি দেশের জাতীয় ফুল জবা। এই মুহূর্তে আমার দুটা দেশের নাম মনে পড়ছে। একটা হলো মালয়েশিয়া আরেকটা উত্তর কোরিয়া।

এই হলো আহসান সাহেব। হেন জিনিস নাই যে ইনি জানেন না। তার বিপরীত মেরুতে বাবার অবস্থান। তিনি কিছুই জানেন না। কোনো কিছু জানার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই। বাবার সঙ্গে আহসান সাহেবের বন্ধুত্ব কীভাবে হয়েছে কে জানে। আহসান সাহেব দিনরাত বই পড়েন। বাবা সব মিলিয়ে দুটা বই পড়েছেন– শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' আর যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত'। তিনি কথায় কথায় এই দুটা বইয়ের কথা বলেন। 'দৃষ্টিপাত' থেকে কোটেশান দেন। যেমন, 'বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ।'

বাবা আহসান সাহেব

ASA UNIVERSITY BANGLADESH (ASAUB)
(For a knowledge based society in Bangladesh and beyond)
ASA University Bangladesh
Admission Going on...
Fall-2011
MBA (Executive)
ASAUB, ASA Tower, 23/3, Khilji Road, Shyamoli, Dhaka-1207,
Tel: 8130238, 8122555, 8130283 (ext: 300, 304, 306) or 01713148578
e-mail: info@asaub.edu.bd, web: www.asaub.edu.bd

আশিয়ান শীতলছায়া

সম্পর্কে বলেন, বিস্তর পড়াশোনা করেছে। তাতে লাভ কী? যা হয়েছে এর নাম বুকিশ নলেজ। বুকিশ নলেজ কোনো কাজে আসে না।

আমার মাঝে মাঝে বাবাকে বলতে ইচ্ছা করে তোমার নলেজ কোন লাইনে? তোমার নলেজ কীভাবে কাজ করছে?

মেয়ে হয়ে বাবাকে এইসব কথা বলা যায় না। সন্তান এবং পিতার সম্পর্ক নিয়ে বাবা মাঝে মাঝে হাদিস থেকে উদাহরণও দেন। সেদিন বললেন, আল্লাহ যদি তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করার অনুমতি দিতেন সেটা হতো সন্তান পিতাকে সেজদা করবে। এখন বুঝে দেখ পিতার মর্যাদা। মাতার চেয়ে পিতা টেন টাইম উপরে। হাদিস জানা ভালো কোনো আলেম পাওয়া গেলে তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম– এই হাদিস সঠিক কি না।

আমাদের স্কুলের যে হুজুর আপা আছেন তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো না। সম্পর্ক ভালো থাকলে তাকে জিজ্ঞেস করতাম। হুজুর আপার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খারাপ হয়েছে কীভাবে সেটা বলি। গত রোজার সময় তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপা, জ্বিনরা কি খাবার খায়?

আপা বললেন, খায়। মৃত পশুর হাড়, কয়লা এইসব তাদের খাদ্য।

আমি বললাম, আপা জ্বিনদের মধ্যে মুসলমান আছে?

আপা বললেন, আছে। আমাদের নবিজী [সাঃ]-এর কাছে অনেক জ্বিন ইসলাম গ্রহণ করেছে।

আমি বললাম, তাহলে তারা রোজা নিশ্চয় রাখে?

আপা বিরক্ত হয়ে বললেন, এইসব জানতে চাচ্ছ কেন?

আমি মুখ শুকনা করে বললাম, আপা আমি একটা উপন্যাস লিখছি সেখানে ধার্মিক জ্বিনের একটি চরিত্র আছে। এইজন্য জানতে চাচ্ছি।

হুজুর আপা হেড মিসট্রেসের কাছে আমার নামে নালিশ করলেন। হেড মিসট্রেস আমাকে ডেকে পাঠালেন। কঠিন গলায় বললেন, লিপি তোমার সমস্যা কী?

আমি বললাম, আপা আমার কোনো সমস্যা নেই।

তুমি নাকি জ্বিনদের নিয়ে উপন্যাস লিখছ?

জ্বিনদের নিয়ে কিছু লিখছি না। তাদের বিষয়ে কিছু জানি না। আমার উপন্যাসে একজন ধার্মিক জ্বিনের চরিত্র আছে। এইজন্য জানতে চাচ্ছিলাম।

হেড মিসট্রেস বললেন, তোমার নামে অনেক কমপ্লেন আছে। তোমার বাবাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে। আগামী সোমবার চারটার পর আসতে বলবে।

আমি বললাম, জি আচ্ছা।

বাবা হেড মিসট্রেসের সঙ্গে দেখা করলেন। মুখ শুকনা করে বের হলেন। আমরা দুজন রিকশা নিয়ে ফিরছি। বাবা বললেন, তুই নাকি জ্বিন নিয়ে বই লিখছিস?

আমি বললাম, জ্বিন নিয়ে বই কি লিখব? ওদের বিষয়ে কি জানি।

বাবা বললেন, সেটাও তো কথা। মা শোন, শিক্ষকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। পিতা-মাতার পরেই শিক্ষকের মর্যাদা। এই বিষয়েও নবিজীর একটা হাদিস আছে।

আমি বললাম, হাদিস শুনতে ইচ্ছে করছে না। আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করছে আইসক্রিম কিনে দাও। দুটা ললি আইসক্রিম কিনে আন। দশ টাকা দাম।

রাস্তার মাঝখানে আইসক্রিম কোথায় পাব?

ওই যে আইসক্রিমের গাড়ি। দুটা কিনবে। দুই হাতে দুটা আইসক্রিম নিয়ে খেতে খেতে যাব।

বাবা বললেন, হেড মিসট্রেস ঠিকই বলেছেন, তোর মাথায় সমস্যা আছে।

বাবা আইসক্রিম কিনে আনলেন। আমি একটা তার হাতে দিয়ে বললাম, একটা তুমি খাবে আরেকটা আমি খাব। বাবা মেয়ে দুজন আইসক্রিম খেতে খেতে যাব।

আমি যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে। বাবা আইসক্রিম খেতে খেতে যাচ্ছেন। তার চোখে পানি এসে গেছে। আমার উপন্যাসে এরকম একটা দৃশ্য থাকবে।

২

আজ শুক্রবার। সকাল আটটা বাইশ। আমি উপন্যাস নিয়ে বসেছি। প্রথম এক পাতা লিখব। তার আগে বাসার পরিবেশ বর্ণনা করি। বাবা কাঁচাবাজারে গেছেন। শুক্রবারে তিনি সাপ্তাহিক

আশিয়ান শীতলছায়া

বাজার করেন। এই দিন দুপুরে বাসায় ভালো রান্না হয়। খিচুড়ি-মাংস কিংবা মোরগপোলাও। গত সপ্তাহে মোরগপোলাও হয়েছে, আজ মনে হয় খিচুড়ি-মাংস হবে। খিচুড়ি আমার অপছন্দ। ডাল মাখা ভাত যা খিচুড়িও তা। আমার অপছন্দের কথা ছোটবেলায় বলতাম এখন আর বলি না।

মা ব্যস্ত আছেন দেয়ালের ঝুল পরিষ্কারে। সকিনা [আমাদের কাজের মেয়ে] লম্বা লাঠির মাথায় ঝাড়ু বেঁধে ঘরের ঝুল পরিষ্কার করছে এবং কিছুক্ষণ পরপর খিক খিক করে হাসছে। সকিনার হাসার জন্যে কোনো কারণ লাগে না। যে-কোনো কিছুতেই সে হাসতে পারে। হাসির কারণে একবার তার চাকরি নট হয়ে গিয়েছিল। আর কোনো কাজের মেয়ে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে বাবা পাঁচ দিনের মাথায় নিজে আগারগাঁওয়ের এক বস্তি থেকে তাকে নিয়ে এসেছিলেন। ঘটনাটা বলে নেই।

বড় মামা বেড়াতে এসেছেন। তিনি কলেজের ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষক। অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। বেশির ভাগ সময় উপদেশমূলক জ্ঞানের কথা বলেন। আমি তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। কারণ তিনি প্রশ্ন করে বসবেন। না পারলে কঠিন চোখে তাকিয়ে থেকে বলবেন, 'হেসে খেলে জীবন পার করলে তো চলবে না। একটু সিরিয়াস হও। Young lady, life is not a bed of roses. এটা সব সময় মনে রাখবে।'

ওই দিনের ঘটনা হচ্ছে বড় মামা এসেছেন। তাঁর পছন্দের ইজিচেয়ারে বসেছেন। গম্ভীর গলায় ডাকলেন, লিপি মা কোথায়? আমি বেজার মুখে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক সম্বন্ধে কী জানো বলো।

আমি বললাম, কিছুই জানি না মামা।

কিছুই জানো না?

জি-না।

আমাদের জাতীয় কবি নজরুল যে আতাতুর্ককে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছেন তার কয়েক লাইন বলতে পারবে?

আমি বললাম, না।

বড় মামা কঠিন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই সময় সকিনা চায়ের কাপ নিয়ে এল। সে বড় মামার হাতে চায়ের কাপ দিতে যাচ্ছে তখন বড় মামা বেশ শব্দ করে '...' দিলেন। কী দিলেন তাকি বোঝা যাচ্ছে? ইংরেজিতে বলে Fart. শব্দটা করে বড় মামা মুখড়ে পড়লেন।

সকিনা বাড়ি কাঁপিয়ে হেসে ফেলে হাতের চায়ের কাপ ফেলে দিল গরম চা পড়ল মামার পায়ে। করেছিস কী!– বলে মামা একটা চিৎকার দিলেন। মা রান্নাঘর থেকে 'কী হয়েছে? কী হয়েছে?' বলে ছুটে এলেন।

আমি খুব শান্ত মুখে বললাম, কিছু হয় নি মা। বড় মামা একটা 'পাদ' দিয়েছেন। এই যা, শব্দটা বলেই ফেললাম! তবে মূল উপন্যাসে আমি এই ধরনের শব্দ অবশ্যই ব্যবহার করব না। মূল উপন্যাসে এই ঘটনা থাকলে আমি লিখব, 'কিছু হয় নি মা। বড় মামা শব্দ করে গ্যাস ছেড়েছেন।' আচ্ছা এই প্রসঙ্গ থাক। আমি উপন্যাস লেখার সময় বাসার পরিস্থিতি বর্ণনা আগে শেষ করি।

আমার ছোটভাই রুবেল বসার ঘরে গাড়ি চালাচ্ছে। তার বয়স নভেম্বরে চার হবে। সে ভয়ঙ্কর জেদি। বেশির ভাগ সময় গাড়িটায় বসে দুই পায়ে ভর দিয়ে গাড়ি চালায়। মুখে ভরর ভরর শব্দ করে। কিছুক্ষণ পরপর সোফায় বা দেয়ালে ইচ্ছা করে গাড়ি ধাক্কা লাগিয়ে বলে 'অ্যাক্সিডেন্ট'। গাড়িটা বড় মামা তাকে তৃতীয় জন্মদিনে উপহার দিয়েছেন। এই গাড়ির বিশেষত্ব হচ্ছে এর পেছনের ডালা খোলা যায়। রুবেল অনেক কিছু এখানে লুকিয়ে রাখে। বাসায় যখন কোনো কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না তখন রুবেলের গাড়ির ডালা খুললে সেটা পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত যেসব জিনিস পাওয়া গেছে তা হলো–

১. বাসার চাবি।
২. বাবার পার্কার কলমের মুখখা।
৩. শ্যাম্পুর বোতল।
৪. রান্নাঘর থেকে নেওয়া ফলকাটার ছুরি।
৫. পাঁচ ছ'টা কচুর মুখি।
৬. বাবার ইনসুলিনের সিরিঞ্জ।

দু'তিন পৃষ্ঠার তালিকা দিতে পারি। ছয়টার নাম দিলাম যাতে রুবেলের বিচিত্র জিনিস সংগ্রহের বিষয়টি বোঝা যাবে। আমার উপন্যাসে রুবেলের গাড়ির বড় ভূমিকা আছে।

বলতে ভুলে গেছি, আমি উপন্যাসের নাম বদলে দিয়েছি। এখন নাম 'দাঁড়কাকের সংসার'। নামটা অদ্ভুত না? 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই' নাম শুনলেই পাঠক বুঝে ফেলবে এটা একটা প্রেমের উপন্যাস। শুরুতেই ব্যাপারটা আমি পাঠককে বোঝাতে চাচ্ছি না। তবে নামকরণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো নেওয়া হয় নি। আমি একজন ঔপন্যাসিকের সাহায্য চাইব। তিনি 'হিমু', 'মিসির আলি' লেখেন। তাঁর নাম হুমায়ূন আহমেদ। তবে আমাদের স্কুলের অনেক মেয়ে তাঁকে ডাকে 'হুমায়ুন হাফমেড'। আহমেদের বদলে হাফমেড। তিনি নাকি অর্ধেক পাগল।

তবে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। তাঁর বাসার টেলিফোন নাম্বারে গত শুক্রবার টেলিফোন করেছিলাম। একজন টেলিফোন ধরে বলল, স্যার রেস্টে আছেন। আমি দুপুর বারোটায় আবার টেলিফোন করলাম। ওই লোক আবার টেলিফোন ধরে বলল, স্যার রেস্টে আছেন।

আমি বললাম, রেস্টে আছেন মানে কী?

ঘুমাচ্ছেন।

সারা দিন ঘুমালে লেখালেখি কখন করবেন?

ওই লোক টেলিফোন রেখে দিল। আমি বিকাল চারটায় আবার টেলিফোন করলাম। আগের লোকই টেলিফোন ধরে বলল স্যার রেস্টে আছেন।

আমি গলার স্বর গম্ভীর করে বললাম, আপনার স্যারকে গিয়ে বলুন আমার নাম শাহানা খানম। আমি ডিবি পুলিশের ইন্সপেক্টর।

সে বলল, ম্যাডাম, লাইনে থাকুন। অনেকক্ষণ কানে টেলিফোন ধরে রাখার পর সে এসে আগের মতোই বলল, স্যার রেস্টে আছেন। আমি বললাম, আপনি কি উনাকে বলেছিলেন যে আমি ডিবি পুলিশের ইন্সপেক্টর?

বলেছিলাম।

উনি কী বললেন?

স্যার বলেছেন 'ডিবি পুলিশের আমি কেয়া পুড়ি'।

এরপর আর টেলিফোন করার অর্থ হয় না। আমি বুঝে গেছি টেলিফোনের লাইনে হবে না। অন্য কোনো লাইন ধরতে হবে। এখনো কোনো বুদ্ধি মাথায় আসছে না, তবে এসে যাবে।

আমি উপন্যাসের প্রথম লাইন লেখার জন্যে তৈরি হয়েছি। কলম হাতে নিয়ে তিনবার বললাম, 'রাব্বি জেদনি এলমা।' এর অর্থ হচ্ছে, 'হে রব। আমাকে জ্ঞান দাও।' পড়াশোনা বা লেখালেখি-বিষয়ক কর্মকাণ্ড শুরু করার আগে তিন বার এই দোয়া পাঠ করলে সাফল্য আসে। এই বিষয় আমাকে বলেছেন হুজুর একরাম।

বাবা হুজুর একরামকে রেখেছিলেন আমাকে কোরান মজীদ পড়া শেখানোর জন্যে। উনার সুফি নুরানি চেহারা। কথাবার্তা অতি মোলায়েম। ও আল্লা, একদিন পড়ার সময় দেখি তিনি পা দিয়ে আমার ডান পা ঘষছেন। আমি পা সরিয়ে নিলাম না। কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে থাকলাম, তারপর বললাম, হুজুর! আমার বাঁ পা বেশি চুলকাচ্ছে। বাঁ পাটা চুলকে দিন। হুজুর পা সরিয়ে নিলেন। আমি মা'কে ঘটনা বললাম। মা বললেন বাবাকে। বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন। কঠিন মুখ করে বললেন, লিপি, তোমার মনে আছে পাপ। আজকালকার মেয়েদের মন কলুষিত। পায়ের সঙ্গে পা লেগে গেছে এইটা নিয়ে তুমি দেন-দরবার শুরু করেছ। তোমাকে থাপড়ানো দরকার। মানি লোকের মান রক্ষা করবে তা-না, উল্টা অপবাদ। সামনে থেকে যাও। পড়া ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা।

আমি যথারীতি হুজুরের সঙ্গে পড়া শুরু করলাম তবে দ্বিতীয় দিনে জুতা পরে বসেছি। জুতার আগা দিয়ে

ASA UNIVERSITY BANGLADESH (ASAUB)
(For a knowledge based society in Bangladesh and beyond)
Admission Going on...
Fall-2011
MBA (Regular)
ASAUB, ASA Tower, 23/3, Khilji Road, Shyamoli, Dhaka-1207,
Tel: 8130238, 8122555, 8130283(ext: 300, 304, 306) or 01713148578
e-mail: info@asaub.edu.bd, web: www.asaub.edu.bd

কষে তার পায়ে গুঁতা দিলাম। তিনি 'আউ' বলে চিৎকার দিলেন। কিছুক্ষণ পর আরেক গুঁতা। হুজুর উঠে দাঁড়ালেন। এরপর তিনি আর বাসায় আসেন নি। তবে আমি কিন্তু কোরানপাঠ শিখেছি। মা'র কাছে শিখেছি। মা বলেছেন আমার গলার স্বর মিষ্টি। আমার কোরানপাঠ শুনলে তাঁর নাকি চোখে পানি আসে। মা'র কথা সত্যি হতে পারে। অতি অল্পতেই তাঁর চোখে পানি আসে।

সুসংবাদ! উপন্যাসের প্রথম কয়েক লাইন লিখে ফেলেছি–

"আমাদের বাড়ির রেলিংয়ে একটা দাঁড়কাক এসে বসেছে। দাঁড়কাকটা সাইজে যথেষ্ট বড়। তার চোখ টকটকে লাল। কাকদের স্বভাব হচ্ছে অকারণে কা কা করে। এই কাকটা সে রকম না। সে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের বাসা দেখছে, কা কা করার ক্ষমতা নেই। মানুষের মধ্যে যেমন বোবা আছে কাকদের মধ্যেও থাকতে পারে।

আমার ছোটভাই রুবেল মুখে 'ভরর ভরর' শব্দ করে তার গাড়ি নিয়ে রেলিংয়ে ধাক্কা দিয়ে বলে অ্যাক্সিডেন্ট। দাঁড়কাকটার উড়ে যাওয়ার কথা, সে উড়ে গেল না। স্বরে ডেকে উঠল, 'কা কা।' এতে ভয় পেয়ে রুবেল বিকট শব্দে কেঁদে উঠল।"

আমি আরও কিছুটা লিখতাম, এর মধ্যে মুখ পেঁচার মতো করে বাবা কাঁচাবাজার থেকে ফিরলেন। তিনি একপাদা বাজার করেছিলেন। একটা হাঁস কিনেছিলেন। হঠাৎ হাঁসটা হাত থেকে ছুটে গেল। বাবা বাজার ফেলে হাঁস ধরতে গেলেন। হাঁস ধরতে পারলেন না। বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এসে দেখেন তার বাজারের ব্যাগ নেই। মানুষের আম যায় ছালা যায়, বাবার হাঁস গেছে বাজার গেছে। এটা কি নতুন বাগধারা হতে পারে না? আহসান সাহেব বলেছেন, লেখকদের নতুন নতুন শব্দ তৈরি করতে হয়। বাগধারা তৈরি করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ অনেক নতুন শব্দ বাংলা ভাষাকে দিয়েছেন যেমন– বাগানবিলাস, উদয়পদ্ম, নীলমণিলতা।

আমি নিজে কয়েকটা নতুন শব্দ বের করেছি। আমার উপন্যাসে শব্দগুলো দিয়ে দেব। শব্দগুলো এবং তার মানে–

ক : গরবত [গরবত হলো গরম শরবত]

খ : শীরবত [শীরবত হলে শীতল শরবত]

গ : ফামানুষ [ফাজিল মানুষ]

ঘ : জ্ঞানমানুষ [জ্ঞানী মানুষ যেমন আহসান সাহেব]

উপন্যাসের আরও খানিকটা লেখা ছিল, এর মধ্যে মা ইশারা করে আমাকে রান্নাঘরে যেতে বললেন। মা যখন বাবার সামনে কিছু বলতে চান তখন তিনি রান্নাঘরে চলে যান। আমি রান্নাঘরে চলে গেলাম। মা গলা নামিয়ে বললেন, তোর বাবার শুধু যে হাঁস আর বাজার গেছে তা-না, পকেটমারও হয়েছে। রিকশায় উঠে দেখে পাঞ্জাবির পকেটে মানিব্যাগ নেই।

কত টাকা ছিল?

এক হাজার টাকার একটা নোট আর কিছু খুচরা টাকা। তোর বাবা মন খারাপ করে বিছানায় শুয়ে আছে।

মন খারাপ করারই কথা।

তুই একটা কাজ করতে পারবি? তোর বাবার হাঁসের মাংস দিয়ে খিচুড়ি খাওয়ার শখ ছিল। তুই একটা হাঁস কিনে আনতে পারবি? হাঁস আর পোলাওয়ের চাল।

পারব। টাকা দাও।

মা বললেন, তুই খুবই লক্ষী একটা মেয়ে।

আমি টাকা নিয়ে বাসার গেট থেকে বের হতেই আহসান সাহেবের সঙ্গে দেখা। তিনি গাড়ি থেকে নামছেন। উনার একটা কালো রঙের টয়োটা গাড়ি আছে। ড্রাইভার গাড়ি চালায়। ড্রাইভারের নাম কিসমত। আহসান সাহেব বললেন, লিপি, কোথায় যাচ্ছ?

আমি বললাম, হাঁস কিনতে যাচ্ছি। বাসায় আজ হাঁস এবং খিচুড়ি রান্না হবে।

তোমাকে হাঁস কিনতে যেতে হচ্ছে কেন? তোমার বাবা কোথায়?

বাবা বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর মনে হয় শরীর খারাপ।

হাঁস আর কী লাগবে?

হাঁস আর পোলাওয়ের চাল।

আহসান সাহেব বললেন, তুমি বাসায় যাও। কিসমত হাঁস আর পোলাওয়ের চাল নিয়ে আসবে।

আমি বললাম কিসমত ভাইকে টাকা দিতে হবে না?

আহসান সাহেব হেসে ফেলে বললেন, না।

ড্রাইভার কিসমত ভাইকে নিয়ে আমার একটা গল্প আছে। একদিন ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, বাসায় কীভাবে ফিরব বুঝতে পারছি না। ঝুম বৃষ্টির সময় ঢাকা শহরে কোনো রিকশা পাওয়া যায় না।

বৃষ্টিতে ভিজে আমি ফিরতে পারি, আমার ভালোই লাগবে। সমস্যা একটাই, জামা-পায়জামা ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে থাকবে। সবাই তাকিয়ে দেখবে। পুরুষ মানুষের চোখ আনন্দে চকচক করবে। আমি কী করব ভাবছি, হঠাৎ দেখি কিসমত ভাই। আমি এগিয়ে গেলাম। কিসমত ভাই বললেন, আফা! স্যার গাড়ি পাঠাইছে।

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, ও আচ্ছা।

কিসমত ভাই গাড়ির দরজা খুলে দিলে আমি উঠে পড়লাম। আমার একবারও মনে হলো না কোনোদিনও আমার জন্যে গাড়ি পাঠানো হয় নি আজ পাঠানো হলো কেন? এমন তো হতে পারে কিসমত আমাকে গোপনে কোনো আস্তানায় নিয়ে যাবে।

বরং আমার মনে হলো আহসান সাহেব আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। সাভারে তাঁর বাগানবাড়ির মতো বাড়ি আছে। আমি সেখানে যাব। তাতে আমার কোনো সমস্যা নেই। যাকে বিয়ে করব তার সঙ্গে বিয়ের আগে কিছু সময় কাটাতে অসুবিধা কী?

কিসমত ভাই বলল, আফা গান ছাড়ব?

আমি বললাম, হুঁ।

গাড়িতে গান হচ্ছে, শচীন কর্তার 'ডাকাতিয়া বাঁশি'। আমি ভাবছি– বাহ ভালো তো, আমার জীবনের সঙ্গে মিল আছে।

ডাকাতিয়া বাঁশি বাজছে আমি চলে যাচ্ছি সাভারে।

ও আল্লা! গাড়ি আমাদের বাসার সামনে থামল। আমি সামান্য মন খারাপ করেই আহসান সাহেবের ঘরে স্কুল পোশাক পরেই ঢুকলাম। তিনি চেঞ্জিংরুমে বসে বই পড়ছিলেন। আমাকে দেখে বই থেকে চোখ না তুলেই বললেন, গাড়ি দিয়েছিল?

আমি বললাম, হুঁ।

আহসান সাহেব বললেন, বৃষ্টি দেখে গাড়ি পাঠিয়েছি একদিন দেখলাম বৃষ্টিতে কাদায় মাখামাখি হয়ে ফিরছ।

আমি বললাম, থ্যাংক য়্যু।

আহসান সাহেব বললেন, আজও দেখি গা পুরোপুরি ভেজা। বাসায় যাও। ড্রেস চেঞ্জ করো।

আমি তার ঘর থেকে বের হলাম।

গাড়িতে আসার পরও এত ভিজলাম কীভাবে বলি। আহসান সাহেবের ঘরে ঢোকার আগে ছাদে দিয়ে পুরোপুরি ভিজেছি যাতে কাপড় গায়ের সঙ্গে লেপ্টে যায়। অন্য পুরুষের সামনে এভাবে যাওয়া যায় না, তবে যাকে বিয়ে করব তার সামনে যাওয়া যায়। শুধু যে যাওয়া যায় তা-না, যাওয়া উচিত। আহসান সাহেব ফিরেও তাকাল না এটাই সমস্যা।

দূর ছাতা! আমি আহসান সাহেব, আহসান সাহেব করছি কেন? এখন থেকে আহসান ডাকব। মনে মনে ডাকব। তাকে তো আর বলতে পারি না, আহসান কী বই পড়ছ? আমি তোমার পাশে বসছি তুমি আমাকে পড়ে শোনাও।

বিয়ের পরেও যে আমি তাকে আহসান বলতে পারব তা মনে হয় না। 'এই শুনছ!' ধরনের কিছু ডাকতে হবে। মা বাবাকে ডাকে লিপির বাবা। শুনতে অসহ্য লাগে। দুই অক্ষরে নাম হয়ে সমস্যা হয়েছে। আমার নাম যদি মৃন্ময়ী হতো তা হলে মা কথায় কথায় মৃন্ময়ীর বাবা ডাকতে পারত না। আমি আমার নাম বদলাব। ডাক নাম ভালো নাম

ASA UNIVERSITY BANGLADESH (ASAUB)
(For a knowledge based society in Bangladesh and beyond)
Admission Going on...
Fall-2011
BA in English (Hons)
ASAUB, ASA Tower, 23/3, Khilji Road, Shyamoli, Dhaka-1207,
Tel: 8130238, 8122555,8130283(ext: 300, 304, 306) or 01713148578
e-mail: info@asaub.edu.bd, web: www.asaub.edu.bd

দুটাই। বই যখন ছাপা হবে তখন তো নাম বদলাতেই হবে। আমার ভালো নাম হামিদা বানু। কঠিন প্রেমের উপন্যাসের লেখকের নাম হামিদা বানু এটা কখনো হয়? আহসানের কাছে সুন্দর একটা ছদ্মনাম চাইতে হবে। আমি কয়েকটা নাম ঠিক করে রেখেছি। যেমন–

১. মৃন্ময়ী চৌধুরী
২. রাজেশ্বরী
৩. চিত্রা সেন

কেউ কেউ বলতে পারে, হিন্দু নাম। আমি বলব, নামের আবার হিন্দু মুসলমান কী? নাম কি কখনো কলেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে?

আহসানকে বিয়ে করলে বাবার একটা সমস্যা হবে। ছোট সমস্যা না, বেশ বড় সমস্যা। বাবা শুধু যে আহসানের বন্ধু তা-না, বাবা তার কর্মচারী।

আহসানের চারতলা বাড়ির একতলার তিনটি রুমে বিনা ভাড়ায় বাবা থাকেন। বিনিময়ে দোতলা এবং তিন তলার ভাড়াটেদের সমস্যা দেখেন। বাথরুমের কল নষ্ট হয়ে গেলে মিস্ত্রি ডেকে দেন। ইলেকট্রিক লাইনের সমস্যা দেখেন। দুপুরের পর আহসানের এ্যারাম ইন্টারন্যাশনাল অফিসে বসেন। সেখান থেকে বেতন কত পান আমি জানি না, তবে খুব বেশি পান না। কারণ বেশ টানাটানি করেই আমাদের সংসার চলে।

আহসানের অনেক টাকা। একবার যাদের অনেক টাকা হয়ে যায় তাদের টাকা বাড়তেই থাকে। আহসানের টাকা শুধু বাড়ছে। সে টাকা খরচ করতে জানে না। আমি জানি। বিয়ের পর ধুমসে খরচ করব। টয়লেটেও এসি লাগাব।

৩

সোমবার আমার জন্যে ভয়ংকর খারাপ। শুধু ভয়ংকর খারাপ বললে কম বলা হবে, ভয়ংকর ভয়ংকর খারাপ। এমন কোনো সোমবার যায় নি যেদিন আমার জীবনে খারাপ কিছু ঘটে নি। আজ যে সোমবার মনেই ছিল না। মা যখন বললেন, লিপি তোর ঘরটা ছেড়ে দিতে হবে। তখনই মনে হলো, আজ সোমবার না তো? মাকে বললাম, আজ কি সোমবার?

মা বললেন, সোমবার মঙ্গলবার জানি না। তুই ঘরের জিনিসপত্র বের করে ফেল।

আমি গলা স্বাভাবিক করে বললাম, কেন?

মা আনন্দিত গলায় বললেন, তোর বড় মামা এই ঘরে থাকবে।

বড় মামার আমাদের বাসায় এসে ওঠার কারণটা বলি। রামপুরায় তার বাড়ি আছে। পাঁচ কাঠা জমির উপর বাড়ি। অনেক দিন থেকেই ডেভেলপারের সঙ্গে বড় মামা দেন-দরবার করছিলেন। তারা পুরানো বাড়ি ভেঙে দশতলা বাড়ি করবে। তারা কিছু নেবে, বড় মামা কিছু পাবেন। ডেভেলপারদের সঙ্গে দরে বনছিল না। এখন মনে হয় বনেছে।

আমি বললাম, আমি কোথায় থাকব?

তুই পুবের ঘরে থাকবি।

পুবের ঘরটা তো স্টোররুম।

জিনিসপত্র সরিয়ে ফেললেই সুন্দর ঘর হবে। আমি সুন্দর করে গুছিয়ে দেব। জানালায় নতুন পর্দা দেব।

মা'র আনন্দে ঝলমল মুখ দেখে আমি নিজের কষ্ট ভুলে গিয়ে এমন ভাব করতে থাকলাম যেন বড় মামা আসায় আমিও খুশি।

এখন মা'র খুশির কারণ ব্যাখ্যা করি। ডেভেলপাররা যে ফ্ল্যাটবাড়ি করবে মা সেখান থেকে ওয়ারিশান সূত্রে ফ্ল্যাট পাবে। আমার দুই মামা। ছোট মামা কলেজে পড়ার সময় কক্সবাজারে বেড়াতে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে মারা গেছেন। এখন বড় মামা এবং মা এই দুজনই শুধু নানাজানের সম্পত্তির মালিক।

বড় মামার দুই ছেলে এবং এরা দুজনই অস্ট্রেলিয়ায়। ইন্ডিয়ান কী এক রেস্টুরেন্টে কাজ করে। মামিও ছেলেদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন। মামা-মামির সম্পর্ক ভয়ানক খারাপ। আমি, মা আর সকিনা মিলে বিকেলের মধ্যে মামার ঘর গুছিয়ে ফেললাম। বাবা নিজেই প্লাস্টিক পেইন্ট করলেন। এইসব কাজ তিনি ভালো পারেন।

বড় মামা সন্ধ্যাবেলায় একটি এসি নিয়ে উপস্থিত হলেন। যে ঘরে তিনি থাকবেন সেখানে এসি বসবে। তিনি গরম সহ্য করতে পারেন না। এসির সঙ্গে মিস্ত্রি এসেছে। সে এক ঘণ্টার মধ্যে এসি বসিয়ে দিল।

আমার পরিচিত ঘরটা চোখের সামনে অন্যরকম হয়ে গেছে। ঘরের দেয়াল হালকা নীল। এই গরমেও ঘর শীতকালের মতো ঠাণ্ডা। বিছানার নতুন চাদর। একটা কোলবালিশও কেনা হয়েছে। বড় মামা তার ঘর দেখে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। মাকে বললেন, সব ঠিক আছে। আজ আর উঠব না। ঘরে কাঁচা রঙের গন্ধ। গন্ধটা মরুক। নতুন একটা ফ্ল্যাট স্ক্রিন টিভি কিনব। আগেরটা নষ্ট হয়ে গেছে। ছবি ওঠানামা করে।

মা বলল, ভাইজান, আর কী কী লাগবে বলুন আমি ব্যবস্থা করব।

বড় মামা বললেন, তোমাকে কিছুই ব্যবস্থা করতে হবে না। ব্যবস্থা যা করবার আমিই করব। এখন আমার কিছু কথা মন দিয়ে শোনো। সকালে আমি চার-পাঁচটা পত্রিকা পড়ি। পত্রিকার নাম দিয়ে যাব, হকারকে পত্রিকা দিতে বলবে। পত্রিকার বিল আমি দেব।

মা বললেন, আপনি কেন দেবেন?

বড় মামা বললেন, তোমাদের অবস্থা আমি জানি এইজন্যে আমি দিব। শুধু পত্রিকার বিল না, মাসে এক হাজার করে টাকা দিব। মাসের এক তারিখে সারা মাসের চাল ডাল তেল মসলা কিনে দেব।

বাবা বললেন, ভাইজান, এইসব কী বলেন?

বড় মামা পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করলেন। সেখান থেকে এক হাজার টাকার দুইটা চকচকে নোট বের করে বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ঘর ঠিক করেছ খরচপাতি হয়েছে এই টাকাটা রাখো।

মা বাবার দিকে তাকিয়ে চোখে ইশারা করলেন টাকা না রাখতে. বাবা টাকা রাখলেন

বড় মামা চলে যাওয়ার পর বাবা আমাকে নিয়ে বারান্দায় গেলেন. গলা নামিয়ে বললেন, ডেভেলপারের সঙ্গে তোর মামার কী চুক্তি হয়েছে সেটা জানা দরকার। ডেভেলপাররা চুক্তির সময় ক্যাশ টাকা দেয়। সেই টাকায় তোর মা'র অংশ আছে। সেই টাকা কোথায়?

আমি বললাম, এইসব আমাকে কেন বলছ?

বাবা বললেন, তোর সঙ্গে শেয়ার করছি। তুই আবার তোর মাকে কিছু বলতে যাবি না। তোর মা ভাববে আমি লোভী।

আমি বললাম, তুমি তো লোভীই। লোভী না হলে এমন চিন্তা করতে না।

বাবা বললেন, বাস্তব চিন্তা করছি। তোর বড় মামা ধুরন্ধর প্রকৃতির মানুষ। শেষে দেখা গেল তোর মা কিছুই পেল না।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, কিছু না পেলে কী আর করা! আমার এই হাই নকল। আমি ইচ্ছা করলেই ঘন ঘন হাই তুলতে পারি। কোনো আলাপ পছন্দ না হলে আমি হাই তুলি।

বাবা যে বললেন বড় মামা ধুরন্ধর প্রকৃতির, এটা ঠিক আছে। একটা ঘটনা বললেই তার প্রকৃতি বোঝা যাবে। আমার নানিজানের প্রচুর গয়না ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর বড় মামা আমার মাকে বললেন, মৃত্যুর সময় মানুষের স্বাভাবিক চিন্তা নষ্ট হয়ে যায়। অস্বাভাবিক কাজকর্ম করে।

মা বললেন, এই কথা কেন বলছ ভাইজান?

বড় মামা বললেন, মার কর্মকাণ্ড দেখে বাধ্য হয়ে বলছি।

মা কী করেছে?

যেদিন মারা গেলেন সেদিন সকালে তোর ভাবিকে

ASA UNIVERSITY BANGLADESH (ASAUB)
(For a knowledge based society in Bangladesh and beyond)
ASA University Bangladesh
Admission Going on...
Fall-2011
MA in English
ASAUB, ASA Tower, 23/3, Khilji Road, Shyamoli, Dhaka-1207,
Tel: 8130238, 8122555, 8130283 (ext: 300, 304, 306) or 01713148578
e-mail: info@asaub.edu.bd, web: www.asaub.edu.bd

ডেকে বললেন, বৌমা আমার সব গয়না তোমাকে দিয়ে গেলাম। তুমি দিয়ো তোমার ছেলের বৌকে। তোকে মা এত আদর করত অথচ তোর কথা একবার মনেও করল না। আশ্চর্য মহিলা!
মা বলল, মাকে নিয়ে খারাপ কিছু বলবে না ভাইজান। মা যা ভালো মনে করেছে– তা-ই করেছে।
বড় মামা বললেন, কাজটা যে অনুচিত হয়েছে সেটা বলব না? যাই হোক আমি তোর ভাবিকে বলেছি, কিছু গয়না ফরিদাকে দিয়ো। মায়ের স্মৃতিচিহ্ন। তবে মেয়ে মানুষ তো গয়না হাতছাড়া করবে না।
এই হলো আমার বড় মামা। আমার ধারণা বড় মামা একদিন বলবে, ফরিদা! তোকে বলা হয় নাই, রামপুরার জমিটা বাবা আমাকে লিখে দিয়ে গেছেন। যদি এরকম কিছু ঘটে, তা হলে আমি বড় মামাকে টাইট দেব। কীভাবে টাইট দেব তা এখনো ঠিক করি নি।
সন্ধ্যাবেলা আহসানের ঘরে গেলাম।
আহসান আহসান বলতে অস্বস্তি লাগছে, আমি আহসান সাহেবে ফিরে যাই। উনার ঘরে কোনো অজুহাত ছাড়া যাওয়া ঠিক না, আমি এক কাপ চা নিয়ে গেলাম।
আহসান সাহেব বললেন, আমি দিনে দুই কাপের বেশি চা খাই না। আজকের দিনের দু'কাপ চা খাওয়া হয়ে গেছে।
আমি বললাম, এটা সাধারণ চা না। এটা তুলসি চা। চা পাতার সঙ্গে তুলসি পাতা জ্বাল দিয়ে বানানো। [কথাটা মিথ্যা, সাধারণ চা'র মধ্যে আমি ধনিয়া পাতা দিয়েছি। ধনিয়া চা বলা যেতে পারে।]
আহসান সাহেব বললেন, তুলসি চা তো আমি আরও খাই না। তুমি খেয়ে ফেলো।
আমি 'আচ্ছা' বলে চায়ে চুমুক দিলাম। উনি বললেন, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে কোনো কাজে এসেছ। কাজটা বলো।
আমি বললাম, আপনার মোবাইল থেকে কি একটা টেলিফোন করতে পারব? [আমার কোথাও টেলিফোন করার দরকার নেই। উনার মোবাইল কিছুক্ষণের জন্য প্রয়োজন। আসমা নামের একটা মেয়ে প্রায়ই তাকে টেলিফোন করে। উনিও করেন। আমার ওই মহিলার টেলিফোন নাম্বার প্রয়োজন।]
আহসান সাহেব বলেন, মোবাইল ফোন হলো ব্যক্তিগত ফোন। এটা দেওয়া যাবে না। ল্যান্ডফোনে টেলিফোন করো।
আমি বললাম, জি আচ্ছা।
উনি বললেন, আমার কথা শুনে মুখ ভোঁতা করে ফেললে কেন?
আমি বললাম, আপনার কথা শুনে মুখ ভোঁতা করি নি। অন্য কারণে মুখ ভোঁতা হয়েছে।
অন্য কারণটা কী?
উপন্যাসটা লিখতে পারছি না। গল্পটা গোছানো আছে কিন্তু লেখা আসছে না।
গল্পটা কী?
প্রেমের গল্প। বয়স্ক একজন মানুষ খুবই অল্প বয়সী একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে। বুড়োটা নানান কর্মকাণ্ড করে মেয়েটাকে তার প্রেমের ব্যাপার বোঝাতে চায়, কিন্তু বোঝাতে পারে না।
কী রকম কর্মকাণ্ড?
এটা নিয়ে এখনো চিন্তা করি নি। আচ্ছা যাই।
টেলিফোন না করেই চলে যাচ্ছ?
ও আচ্ছা ভুলে গেছি।
আমি ল্যান্ডফোন হাতে নিয়ে বসে আছি। কাকে টেলিফোন করব বুঝতে পারছি না। কাছের কারোর টেলিফোনও আমার মনে নেই। আমি কিছুক্ষণ এলোমেলো ভাবে নম্বর টিপে কারও সঙ্গে কথা বলছি এমন গলায় বললাম, মৃন্ময়ী! আমি লিপি। দুপুরে তোর ওখানে যাওয়ার কথা ছিল যেতে পারি নি, সরি। আমার বড় মামা আমাদের বাসায় থাকতে আসছেন। তার জন্য ঘর গুছাচ্ছিলাম। উনি থাকবেন আমার ঘরে। আমি কোথায় থাকব?
এখনো ঠিক করি নি। আমাদের একটা স্টোররুমের মতো আছে, সেখানে থাকতে পারি। আচ্ছা রাখি, কাল দেখা হবে।
ফোন রেখে চলে আসছি, আহসান সাহেব বললেন, তোমাদের ফ্ল্যাটের দুইটা ঘর আমার অফিসের জিনিসপত্র দিয়ে বোঝাই, তার একটা খালি করে দিতে বলি তুমি সেখানে থাকো।
আমি বললাম, না।
তিনি বললেন, না কেন?
আমি একজন লেখিকা, এই জন্য না। লেখকরা কারও দয়া নেয় না।
আহসান সাহেব শব্দ করে হাসলেন। আমি বললাম, এইভাবে হাসছেন কেন?
উনি বললেন, তুমি স্টোররুমে থাকবে এটা আমাকে শোনাবার জন্যে মিছিমিছি টেলিফোনে কথা বলেছ। ল্যান্ডফোনে সাতবার বোতাম টিপেছ। তোমার কথা শুনে যখন ঘরের ব্যবস্থা করতে চাচ্ছি, তখন আবার লেখিকা সাজছ, এইজন্য হাসছি।
আমি মুখ ভোঁতা করে বের হয়ে এলাম। আজ সোমবার বলেই যথেষ্ট লজ্জা পেয়েছি। তবে লজ্জার সঙ্গে কিছুটা আনন্দও পেয়েছি। উনি আমাকে যথেষ্ট মন দিয়ে লক্ষ করেছেন, তা না হলে আমি যে সাতবার বোতাম টিপেছি তা ধরতে পারতেন না।
আহসান সাহেবের লোকজন একদিনে আমার ঘর ঠিক করে দিল। ঘরে নতুন রঙ করা হলো। এসি লাগানো হলো। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, নতুন একটা বাইশ ইঞ্চি ফ্ল্যাট স্ক্রিন টিভি চলে এল। মা অবাক হয়ে বলল, লিপি ব্যাপার কী রে?
আমি বললাম, জানি না কী ব্যাপার। মনে হয় উনি আমার প্রেমে পড়েছেন।
মা আঁতকে উঠে বললেন, ছিঃ ছিঃ কী বলিস তুই! তওবা কর। ফেরেশতার মতো মানুষ। তোকে নিজের মেয়ের মতো দেখেন। তাকে নিয়ে এত নোংরা কথা। উনার কানে গেলে উনি কী ভাববেন?
রাত আটটার দিকে বাবা বাসায় এলেন। মা সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে নালিশ করলেন। বাবা বললেন, লিপি! তুই এই ধরনের কথা বলেছিস? ইয়েস অর নো? [বাবা সবসময় আমার সঙ্গে তুমি তুমি করে কথা বলেন। এখন তুই-এ নেমে এসেছে।]
আমি বললাম, বলেছি।
বাবা বললেন, কানে ধর।
আমি বললাম, কানে ধরব না।
বাবা বললেন, এত বড় কথা তুই কোন সাহসে বললি?
আমি বললাম, ইচ্ছা হয়েছে বলেছি।
আর কখনো বলবি?
আবার যদি ইচ্ছা হয় বলব।
তোর মতো দুষ্ট মেয়ে তো আমি বাসায় রাখব না। দুষ্ট মেয়ের চেয়ে শূন্য বাড়ি ভালো। তুই এক্ষণ, এই মুহূর্তে আমার বাসা ছেড়ে চলে যাবি।
আমি বললাম, Ok.
বাবা চিৎকার করে বললেন, আবার ইংরেজি বলে? গেট আউট, গেট আউট।
মা বললেন, এত রাতে কোথায় যাবে?
বাবা বললেন, সেটা আমার বিবেচ্য না। যেখানে ইচ্ছা যাবে।
আমি গটগট করে তাদের সামনে থেকে বের হলাম। আহসান সাহেবের ড্রাইভার কিসমতকে বললাম, আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যান আপনার স্যার বলেছে।
গাড়ি নিয়ে আমি কোথায় গেলাম শুনলে অবাক হবেন, আমি গেলাম লেখক হুমায়ূন আহমেদের ধানমণ্ডির ফ্ল্যাটে।
দারোয়ান গেটেই আটকাল। আমি বললাম, হুমায়ূন আহমেদ আমার বড় চাচা। শুনেছি উনার শরীর খারাপ, এইজন্য দেখতে এসেছি।
দারোয়ান বলল, স্যার তো বাসায় নেই। ম্যাডামকে নিয়ে কোথায় যেন গেছেন।

ASA UNIVERSITY BANGLADESH (ASAUB)
(For a knowledge based society in Bangladesh and beyond)
Admission Going on...
Fall-2011
LLB
ASAUB, ASA Tower, 23/3, Khilji Road, Shyamoli, Dhaka-1207.
Tel: 8130238, 8122555, 8130283(ext: 300, 304, 306) or 01713148578
e-mail: info@asaub.edu.bd, web: www.asaub.edu.bd

লেখক এবং লেখকপত্নী রাত বারোটার দিকে এলেন। এর মধ্যে আমি বেশ স্বাভাবিকভাবেই আছি। টেলিফোন করলে যে বলত 'স্যার রেস্টে আছেন' তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তার বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সে হুমায়ুন আহমেদের পিয়ন, নাম মোস্তফা। আমি বললাম, মোস্তফা ভাই, ভাত খাব। ঘরে তেমন কোনো খাবার না থাকলে ডিম ভেজে দিতে বলুন।
মোস্তফা ভাই ডিম ভাজতে গেল। এই ফাঁকে আমি একটা ঘরে ঢুকে পড়লাম। দেখি লেখকের পুত্র গম্ভীর হয়ে টিভিতে কার্টুন দেখছে। আমি বললাম, তোমার নাম কী? সে বলল, আমাকে বিরক্ত করবে না।
আমি বললাম, বিরক্ত আবার কী?
সে বলল, বিরক্ত হলো ডিস্টার্ব।
আমি আয়োজন করে ভাত খাচ্ছি। লেখকপত্নী আমাকে দেখে আঁতকে উঠে বললেন, তুমি কে?
আমি বললাম, আমার নাম মৃন্ময়ী।
লেখকপত্নী বললেন, আমি তো তোমাকে চিনতে পারছি না। তিনি লেখকের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি একে চেনো?
লেখক বললেন, না। বলেই তিনি শোবার ঘরে ঢুকে গেলেন। তার মুখ গম্ভীর। মনে হয় স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।
লেখকপত্নী বললেন, এই বাড়িতে এসেছ কেন?

ASA UNIVERSITY BANGLADESH (ASAUB)
(For a knowledge based society in Bangladesh and beyond)
ASA University Bangladesh
Admission Going on...
Fall-2011
MPH (Regular & Executive)
ASAUB, ASA Tower, 23/3, Khilji Road, Shyamoli, Dhaka-1207,
Tel: 8130238, 8122555, 8130283 (ext: 300, 304, 306) or 01713148578
e-mail: info@asaub.edu.bd, web: www.asaub.edu.bd

লেখকপত্নী [তার নাম শাওন] শান্ত গলায় বললেন, তুমি খেতে বসেছ, খাও। তারপর আমি নিজে তোমাকে তোমার বাসায় দিয়ে আসব। তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলব।
আমি বললাম, আচ্ছা।
আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই মহিলা আমাকে শুধু ডিম ভাজা আর ডাল দিয়ে খাবার কেন দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে মোস্তফাকে ধমক দিলেন। ফ্রিজ থেকে মাংস বের করে মাইক্রোওয়েভে গরম করে দিতে বললেন।
রাত একটায় শাওন ম্যাডাম মোস্তফাকে নিয়ে আমাকে পৌঁছে দিলেন। বাবার সঙ্গে তার কোনো কথা হলো না কারণ বাবা আমাকে দেখেই 'মাগো কোথায় ছিলি' বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। সবাই তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।
আমি ফিরে আসার পর সবকিছুই আগের মতো হয়ে গেল শুধু আহসান সাহেবের ড্রাইভার কিসমত ভাইয়ের চাকরি চলে গেল।

৪

আমি স্বেচ্ছা কারাবন্দি। নিজের ঘরে সারাদিন কাটাই। আমার এই নতুন ঘরটা বেশ বড়, সঙ্গে বাথরুম আছে। টিভি আছে। বড় মামা তাঁর বাড়ি থেকে দুটা ভিসিআর এনেছিলেন। একটা আমি নিয়ে নিয়েছি। ভিসিআরে ছবি দেখি। ছাদে যাই না, আহসান সাহেবের ঘরে যাই না। ঠিক করেছি তিনমাস এইভাবে থাকব। তবে আহসান সাহেব ডেকে পাঠালে ভিন্ন কথা।

তখন সেজেগুজে যাব। শাড়ি পরব, ঠোঁটে লিপস্টিক দেব, চোখে কাজল দেব। যারা কখনো সাজে না, তারা হঠাৎ সাজলে খুব সুন্দর দেখায়। আর আমি তো যথেষ্ট রূপবতী। মা কথায় কথায় বলেন, "আমার পরীর মতো মেয়ে।" আমরা কেউ কখনো পরী দেখি নি, কিন্তু কথায় কথায় পরীর সঙ্গে তুলনা দেই। মহিলা জ্বিনকেই না-কি বলে পরী। তাই যদি হয় আমরা কেন বলি না "জ্বিনের মতো ছেলে?" বিষয়টা নিয়ে আহসান সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তিনি যেদিন ডেকে পাঠাবেন সেদিনই এই প্রসঙ্গ তুলব। বাসা ছেড়ে চলে যাবার পর দশদিন কেটেছে এখনো তিনি ডাকেন নি। মনে হয় ডাকবেন না। না ডাকলে নাই।

না ডাকলে নাই
তাই তাই তাই ॥

দুপুরে খাবার সময় হয়েছে। মা আমার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললেন, লিপি খেতে আয়।

আমি বললাম, খেতে যেতে পারব না। তুমি একটা ট্রেতে করে এই ঘরে খাবার দিয়ে যাও।

কেন?

এখন থেকে আমি এই ঘর থেকে বের হব না। ঘরেই খাওয়াদাওয়া করব।

কারণ কী?

মা আমার তিনমাসের জেল হয়েছে। এই ঘরটা হলো আমার জেলখানা।

কে তোকে জেল দিয়েছে?

আমি নিজেই নিজেকে দিয়েছি। বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

দরজা খোল, তোর সঙ্গে কথা বলি।

আমি দরজা খুলব না মা।

কিছুক্ষণ পর সকিনা খাবার দিতে এসে মুখ বাঁকা করে হাসল।

আমি বললাম, হাসছ কেন?

সকিনা বলল, হাসি না তো আপা। আমার মুখটা বেঁকা। এই জন্যে মনে হয় হাসতেছি।

আমাদের বাসায় খাবারের মান এক ধাপে অনেকটা উন্নত হয়েছে। বড় মামা এসেছেন আজ দুপুরে আইটেম হলো, ছোট মাছ দিয়ে কই মাছ, ইলিশ মাছ ভাজি, সরিষা বাটা দিয়ে মানকচুর একটা ঝোল। এই আইটেমটা সবচেয়ে ভালো। তিন পদের তরকারি দিয়ে আমাদের বাসায় এর আগে কখনো রান্না হতো না। এখন হচ্ছে। মাঝে মাঝে চারপদেরও হয়।

বড় মামা ভালো আছেন এবং সুখে আছেন। তিনি সারা সকাল খবরের কাগজ পড়েন। বাসায় চারটা পত্রিকা রাখা হয়। একটা ইংরেজি তিনটা বাংলা। বড় মামা ইংরেজি পত্রিকা পড়া দূরের কথা, ভাঁজও খুলেন না। যে পত্রিকা পড়া হয় না, সেই পত্রিকা কেন রাখা হয় আমি জানি না। নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। আহসান সাহেব বলেন, আমাদের পৃথিবী হলো কার্য কারণের পৃথিবী। সব ঘটনার পেছনে কারণ থাকবে। অকারণে কিছুই ঘটবে না। Cause and effect.

মামার কাছে সপ্তাহে তিনদিন গোঁফওয়ালা অত্যন্ত বলশালী বেঁটে এক লোক আসছে। বড় মামাকে প্রায় নেংটো করে সারা গায়ে তেল মালিশ করে দলাই-মলাই করছে। এই সময় মামা আহ উহ করে ব্যথা এবং আরামের মিলিত ধ্বনি তুলছেন। অতি কুৎসিত দৃশ্য।

আমি মামাকে একদিন বললাম, বড় মামা! তুমি তো ঘোড়া হয়ে যাচ্ছ।

বড় মামা খরখরে গলায় বললেন, ঘোড়া হয়ে যাচ্ছি মানে কী?

ঘোড়াকে প্রতিদিন দলাই-মলাই করতে হয়, তোমাকেও করতে হয়, এইজন্যে বললাম। সরি, ঠাট্টা করেছি।

আমি কি তোমার ঠাট্টা সম্পর্কীয় কেউ?

জি-না মামা।

নিজের চরকায় তেল দাও। পরের চরকায় না।

জি আচ্ছা মামা।

বড় মামা মনে হয় কলেজের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছেন। কলেজে যান না। কলেজের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার জন্যেই মনে হয় আগের মতো মাস্টারি প্রশ্ন করেন না।

বড় মামার বিষয়ে আমি এখন ভয়ংকর একটা বিষয় বলব। পুরোপুরি খোলাসা করে বলব না। রাখঢাক করে বলব। যার বোঝার সে বুঝবে। না বুঝলে নাই।

না বুঝলে নাই
তাই তাই তাই ॥

বড় মামার ড্রয়ারে আমি একটা প্যাকেট দেখেছি। কিসের প্যাকেট? এই তো হলো সমস্যা। একটা বড় প্যাকেটে অনেকগুলো ছোট ছোট প্যাকেট। ছোট প্যাকেটে বেলুনের মতো একটা জিনিস থাকে। ফুঁ দিলে বেলুন হয়ে যায়। এখনো পরিষ্কার হয় নি? না হলে কিছু করার নাই।

প্রথম যেদিন প্যাকেট দেখলাম সেদিন তেরটা ছোট প্যাকেট ছিল। এখন আছে এগারটা। অর্থাৎ দুটো ব্যবহার হয়েছে। খুবই ভয়ংকর।

প্যাকেটের সন্ধান কীভাবে পেলাম বলি। মামা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ঘর সবসময় তালা দিয়ে যান। বেশ ভারী তালা। আমি আমার ঘরের তালাচাবি ঠিক করার সময় একজন চাবিওয়ালাকে খবর দিলাম। মামা তখন ঘরে ছিলেন না। আমি চাবিওয়ালাকে দিয়ে মামার ঘরের তালার চাবি বানিয়ে নিয়েছি। ইচ্ছা করলেই মামার ঘরে আমি ঢুকতে পারি। মাঝে মাঝে ঢুকি। মামার ঘরে বড় একটা স্টিলের ট্রাংক আছে। সেটাতেও তালা। চাবিওয়ালাকে দিয়ে আমি এই ট্রাংকও খুলাব। সুযোগ পাচ্ছি না। চাবিওয়ালাকে তাহলে মামার ঘরে ঢুকাতে হবে। মা বা সকিনা দেখে ফেলবে। আমি অপেক্ষা করছি কোনো একদিন মা তার এক বান্ধবীর বাসায় যাবেন, সঙ্গে সকিনাকে নিয়ে যাবেন। মা'র এই বান্ধবী মিরপুরে থাকেন। মা তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে সকিনাকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং সারা দিন থাকেন। মা'র এই বান্ধবীর নাম খায়রুন। তিনি নাকি মহিলা পীর, দুনিয়ার মহিলা তাকে ঘিরে থাকে। যেদিন দেখব তিনি নেই, সকিনা নেই, তারা গেছে মহিলা পীরের দরবারে এবং বড় মামা বাথরুমে ঢুকেছেন সঙ্গে সঙ্গে চাবিওয়ালাকে টেলিফোন করব। চাবিওয়ালার মোবাইল ফোন নাম্বার আমি রেখে দিয়েছি। বাংলাদেশে বাস করার এই সুবিধা এখন সবার কাছে মোবাইল ফোন। এক সময় দেখা যাবে সব ভিক্ষুকের হাতেও মোবাইল ফোন। তারা ভিক্ষা করতে আসার আগে মোবাইলে কল দিবে– মা ভিক্ষা নিতে কি আসব? কিছু মিলবে?

বড় মামাকে আমি ভৌতিক ট্রিটমেন্ট দেব বলে ঠিক করেছি। তিনি চাবি খুলে ঘরে ঢুকে দেখবেন, বিছানায় মেঝেতে এবং বাথরুমে টাটকা রক্ত। কয়েকবার এ রকম দেখলে তাঁর খবর হয়ে যাবে। এখন টাটকা রক্ত পাওয়াই সমস্যা। বাজারে তো আর মানুষের রক্ত প্যাকেট করে বিক্রি করে না। তবে মানুষের রক্তই যে লাগবে তা-না, গরু-ছাগলের রক্ত হলেও চলবে।

আমি লেখক হুমায়ূন স্যারের পিওনকে দিয়ে রক্ত জোগাড় করার পরিকল্পনা করেছি। তার সঙ্গে ভালো খাতির জমিয়েছি। তার নিজের মোবাইল নাম্বার সে আমাকে দিয়েছে। মাঝে মাঝে খেজুরে টাইপ কথা বলে খাতির বজায় রাখছি। গতকাল রাত ন'টার সময় টেলিফোন করে বললাম, মোস্তফা ভাই কেমন আছেন? সে বিগলিত গলায় বলল, ভালো আছি আপা।

আপনার স্যার কি রেস্টে আছেন?

না। স্যার ম্যাডামের সঙ্গে মুভি দেখেন।

মুভির নাম কী?

নাম তো জানি না।

মোস্তফা ভাই! নামটা জেনে দিবেন। আমিও ওই মুভিটা দেখব। আপনি মনে হয় জানেন না, আমিও আপনার স্যারের মতো লেখক। উনি যেসব মুভি দেখেন আমারও সেসব দেখা প্রয়োজন। বুঝেছেন?

জি আপা!

আপনার ছেলে কেমন

ASA UNIVERSITY BANGLADESH (ASAUB)
(For a knowledge based society in Bangladesh and beyond)
Admission Going on...
Fall-2011
MPH (Executive)
ASAUB, ASA Tower, 23/3, Khilji Road, Shyamoli, Dhaka-1207,
Tel: 8130238, 8122555, 8130283(ext: 300, 304, 306) or 01713148578
e-mail: info@asaub.edu.bd, web: www.asaub.edu.bd

আছে?
ভালো আছে।
নাম বাবু তাই না।
তার মা বাবু ডাকে। আমি ডাকি হিমু। স্যারের বই থেকে নাম নিয়েছি।
ভালো করেছেন। আপনার কোনো মেয়ে হলে আমাকে বলবেন। আমি আমার বই থেকে নাম দিয়ে দিব।
জি আচ্ছা।
হিমুর হয়েছিল বলেছিলেন, এখন সেরেছে?
জি।
ওরস্যালাইন খাওয়াচ্ছেন? ডায়রিয়ায় বডি ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায়। ওরস্যালাইন খেয়ে ঠিক করতে হয়। বুঝেছেন?
জি আপা।
পরেরবার যখন দেশে যাবেন আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন। আমি হিমুর জন্যে একটা গিফট কিনে রেখেছি। গিফট নিয়ে যাবেন।
জি আচ্ছা আপা।
ভালো কথা মোস্তফা ভাই– আমাদের স্কুলের একটা সায়েন্স প্রজেক্টে গরু বা ছাগলের রক্ত লাগে। জোগাড় করে দিতে পারবেন?
রক্ত কই পাব আপা?
কী আশ্চর্য মোস্তফা ভাই! আপনি এমন একজন বুদ্ধিমান মানুষ হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, রক্ত কই পাব? আমি জানি না-কি? নিউ মার্কেটের কসাইদের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখেন।
জি আচ্ছা আপা। কতটুক রক্ত লাগবে?
প্রথম দফায় এক লিটার লাগবে। পরে আবার লাগবে। রক্ত জোগাড় হলেই মোবাইলে আমাকে মিসকল দিবেন।
জি আচ্ছা আপা।
রক্তের জন্যে অপেক্ষা। রক্ত এলেই বড় মামার চিকিৎসা শুরু হবে। জল চিকিৎসার মতো রক্ত চিকিৎসা।
বড় মামার বিষয়ে বাবার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আরে না, ছোট প্যাকেট বিষয়ে না। বাবার সঙ্গে এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলা যায় না-কি? মা'র সঙ্গে কথা বলা যায়, তবে এখনো না। সময় হোক তখন বলব।
বাবা আমার ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, তোর বড় মামা বিষয়ে কিছু কথা বলব।
আমি বললাম, বলো। তবে আজেবাজে কিছু বলবে না। উনি সুফি টাইপ মানুষ।
বাবা অবাক হয়ে বললেন, সে সুফি?
আমি বললাম, মা'র তাই ধারণা। বড় মামা উল্টাপাল্টা কাজ যা করেন মামির ঠেলাঠেলিতে করেন। এখন মামি যেহেতু সঙ্গে নেই বড় মামা পুরোপুরি সুফি।
তোর মা'র এই ধারণা?
হুঁ।
তাহলে তো আর বলার কিছু নাই।
আমি বললাম, তারপরেও কিছু বলার থাকলে বলো।
বাবা বললেন, ডেভেলপারকে দিয়ে তোর মামা যে দশতলা দালান তুলছে এটা নিয়ে খটকা।
বলো শুনি কী খটকা?
ডেভেলপাররা তো জমির মালিকদের সঙ্গে চুক্তি করবে। তোর মা-ও তো জমির মালিক। তার সঙ্গে তো কোনো চুক্তি হয় নাই।
তাহলে মা মনে হয় জমির মালিক না। বড় মামাই মালিক।
সেটা কীভাবে সম্ভব?
এই দুনিয়ায় সবই সম্ভব।
তুই কি বিষয়টা নিয়ে তোর বড় মামার সঙ্গে আলাপ করবি?
আমি আলাপ করব কোন দুঃখে! তোমার খটকা তুমিই আলাপ করো।
আমাকে লোভী ভাববে।
তোমাকে লোভী ভাবলে ক্ষতি তো কিছু নাই। তুমি তো লোভী। লোভীকে লোভী ভাবা দোষের কিছু না তারপরেও লজ্জা লাগলে মা'কে বলো জিজ্ঞেস করতে।
তোর মা'কে বলেছিলাম, সে কান্নাকাটি করে বিশ্রী অবস্থা করেছে। আমাকে ছোটলোক বলেছে। এখন কী করা যায় বল তো?
ঝিম ধরে থাক। আর কী করবে?
বাবা কিছুক্ষণ ঝিম ধরে থেকে বের হয়ে গেলেন। মনে হচ্ছে আজ সারাদিন তিনি ঝিম ধরেই থাকবেন।
নিম ফুলের মৌ পিয়ে ঝিম ধরেছে ভোমরা
ঝিম ধরেছে ভোমরা
ঝিম ধরেছে ভোমরা
বাবা এখন ভোমরা!

আজ সোমবার।
আমার খারাপ দিবস। আজও নিশ্চয়ই ভয়ংকর কিছু ঘটবে। ঘটুক। আমিও বাবার মতো ভোমরা হয়ে যাব। অনেকদিন পর উপন্যাস লিখতে বসলাম।
'আমার বড় মামার ঘরে ভূতের উপদ্রব হয়েছে। তিনি বাইরে থেকে ফিরে ঘরের তালা খুলে দেখেন– ঘর রক্তে ভেজা। মেঝেতে রক্ত, বিছানায় রক্ত, এমন কি বাথরুমেও রক্ত। বড় মামা চোখ কপালে তুলে বললেন, কী ব্যাপার? এইসব কী?
আমি বললাম, মনে হচ্ছে রক্ত।
বড় মামা বললেন, ঘরে রক্ত আসবে কেন?
আমি বললাম, তুমি যখন থাক না তখন মনে হয় কোনো ড্রাকুলা এসেছিল...।'
এই পর্যন্ত লিখে আমি কেটে ফেললাম। লেখা পছন্দ হয়নি। সত্যি সত্যি রক্ত ঢেলে দেখতে হবে বড় মামা কী বলেন। তারপর লিখতে হবে। নয়তো লেখায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা পাবে না।
দুপুরে আহসান সাহেবের গাড়ির নতুন ড্রাইভার এসে আমাকে বলল, স্যার আপনারে আইজ দুপুরে তার সঙ্গে খানা খেতে বলেছেন!
আমি বললাম, উনাকে গিয়ে বলো সোমবার আমি ঘর থেকে বের হই না। আর কিছু বলতে হবে না।
মা রান্না করছিলেন, আমি মাকে বললাম, মা তোমার একটা সুন্দর শাড়ি দাও তো। হালকা সবুজ রঙের শাড়ি থাকলে ভালো হয়।
কী করবি?
আমি বললাম, শাড়ি দিয়ে মানুষ কী করে মা? হয় সিলিং ফ্যানে ঝুলিয়ে সুইসাইড করে আর না হলে পরে। আমি পরব।
এখন?
হ্যাঁ এখন। বাবার বন্ধু এবং বস আহসান সাহেব আমাকে আজ দুপুরে খেতে বলেছেন। সেজেগুজে যেতে হবে।
সেজেগুজে যেতে হবে কেন?
উনি বলেছেন এইজন্যে। বিশেষভাবে বলেছেন আমি যেন শাড়ি পরে যাই। শাড়ি পরলে আমাকে কেমন দেখায় তা তিনি দেখতে চান।
আমার কথা শুনে মা'র হাতের খুন্তি মেঝেতে পড়ে গেল। আমি বললাম, মা তোমার কাজলদানিতে কি কাজল আছে? উনি বিশেষভাবে বলেছেন আমি যেন অবশ্যই চোখে কাজল দেই।
মা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, লিপি! মা এইসব কী বলছিস?
আমি হাই তোলার মতো ভঙ্গি করে বললাম, যা সত্যি তাই তোমাকে বলেছি। তবে তুমি যদি বলো না যেতে তা হলে যাব না।
মা বললেন, যাওয়ার দরকার নেই। বলে দে তোর জ্বর শুয়ে আছিস।
তারপর যদি ডাক্তার নিয়ে চলে আসেন তখন কী হবে? উনি আমাদের উপর রাগ করলেও তো বিরাট সমস্যা।
কী সমস্যা?
বাবার চাকরি চলে যাবে। আমাদের এই বাসা ছেড়ে দিতে হবে।
মা করুণ চোখে তাকিয়ে আছেন। তাকে দেখে মায়া লাগছে।

ASA UNIVERSITY BANGLADESH (ASAUB)
(For a knowledge based society in Bangladesh and beyond)
ASA University Bangladesh
Admission Going on...
Fall-2011
MPH (Regular)
ASAUB, ASA Tower, 23/3, Khilji Road, Shyamoli, Dhaka-1207,
Tel: 8130238, 8122555, 8130283(ext: 300, 304, 306) or 01713148578
e-mail: info@asaub.edu.bd, web: www.asaub.edu.bd

আনোয়ার শীতলছায়া

আজ সোমবার কিন্তু আজকের সোমবার অন্যদিনের মতো না। আমার জীবনে ভালো ভালো জিনিস ঘটছে। মোস্তফা ভাই কোকের বোতলে করে প্রায় এক বোতল রক্ত নিয়ে এসেছেন। এখন রক্ত চিকিৎসা শুরু করতে পারব।

আহসান সাহেব এই প্রথম আমাকে শাড়ি পরা অবস্থায় দেখলেন। তিনি যে খানিকটা থতমত খেয়ে গেছেন তা বুঝতে পারছি। মেয়েরা কিছু কিছু জিনিস বুঝতে পারে। থতমত খাওয়া পুরুষ চোখ নামিয়ে নেয়। তখন তার দৃষ্টি হয় এলোমেলো। থতমত ভাব কাটানোর চেষ্টার কারণে চেহারায় বিরক্তি চলে আসে। এই বিরক্তি নিজের উপর।

আহসান সাহেব বললেন, উপন্যাস লেখা কি বন্ধ।

হুঁ।

বন্ধ কেন?

আধাপৃষ্ঠা লিখেছিলাম। পছন্দ হয় নি বলে ফেলে দিয়েছি।

ভালো করেছ। ফেলে দেওয়া অভ্যাস করতে হবে। লেখকের সবচেয়ে বড় বন্ধু হলো ডাস্টবিন। অপছন্দের লেখা ডাস্টবিনে ফেলতে পারা ভালো গুণ। কেউ কেউ আছে কিছুই ফেলতে পারে না।

আমি মিষ্টি করে হাসলাম।

উনি আবারও থতমত খেলেন। বুঝতেই পারছি তিনি কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। যাক শেষ পর্যন্ত কথা খুঁজে পেয়েছেন–

আধ পৃষ্ঠা কী লিখেছিলে যে ফেলে দিতে হলো?

ভৌতিক কিছু করতে চেয়েছিলাম। তালাবন্ধ ঘর খুলে দেখা গেল ঘরের মেঝেতে, বিছানায় বাথরুমে রক্ত।

তিনি বললেন, ইন্টারেস্টিং।

লেখাটা ইন্টারেস্টিং হয় নি। ফালতু হয়েছে।

আবার লেখো। রবার্ট ব্রুস হয়ে যাও।

আমি বললাম আচ্ছা।

তিনি বললেন, শাড়িতে তোমাকে মানিয়েছে। মাঝে মাঝে শাড়ি পরবে। শাড়ির যে ক্ষমতা আছে পৃথিবীর অন্য কোনো পোশাকের এই ক্ষমতা নেই।

কী ক্ষমতা?

শাড়ি একটা মেয়ের পার্সোনালিটি বদলে দিতে পারে।

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, যাই।

তিনি অবাক হয়ে বললেন, যাই মানে। তোমাকে দুপুরে আমার সঙ্গে লাঞ্চ করার জন্য ডেকেছি।

আমি বললাম, মা খুব দুশ্চিন্তা করছেন তো এইজন্যে চলে যেতে হবে।

দুশ্চিন্তা করছেন কেন?

আমি বললাম, মা'র ধারণা আমি আপনের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি এইজন্যেই দুশ্চিন্তা করছেন। পাত্র খুঁজছেন আমাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার জন্য। মা'র ধারণা বিয়ে হলে আমার পাগলামি সেরে যাবে। পাত্র খোঁজা হচ্ছে, একজন পাওয়াও গেছে।

তিনি বললেন, লিপি পাঁচ মিনিট বসো। আমার কথা শুনে চলে যেয়ো। আমার সঙ্গে লাঞ্চ করতে হবে না। তোমার খাবার পাঠিয়ে দেব।

ASA UNIVERSITY BANGLADESH (ASAUB)
(For a knowledge based society in Bangladesh and beyond)
Admission Going on...
Fall-2011
B. Pharm.
ASAUB, ASA Tower, 23/3, Khaja Road, Shyamoli, Dhaka-1207,
Tel: 8130238, 8122555, 8130283(ext: 300, 304, 306) or 01713148578
e-mail: info@asaub.edu.bd, web: www.asaub.edu.bd

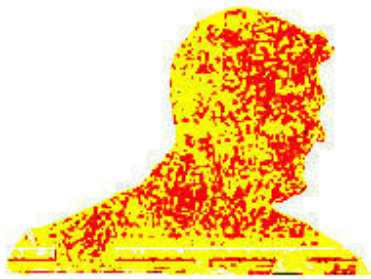

আমি বসলাম। তিনি বললেন, তোমার মা বলছেন বিয়ের পর তোমার পাগলামি সেরে যাবে। কথা কিন্তু ঠিক। তবে বিয়ে না করলেও পাগলামি সারবে। তোমার যা হয়েছে তার নাম Calf Love, বাংলায় বাছুর প্রেম। Calf Love-এ তীব্র আবেগ থাকে তবে তা হয় ক্ষণস্থায়ী।
আমি বললাম, ও আচ্ছা।
তিনি বললেন, বাছুর প্রেমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তোমার কল্পনাশক্তি। নানান কিছু তুমি কল্পনা করছ। এডালোয়েন্ট পিরিয়ডে কল্পনা মানুষকে রিয়েলিটির বাইরে নিয়ে যায়। বুঝেছ?
হুঁ।
তোমার জন্যে যে পাত্র পাওয়া গেছে সে কী করে?
সে দর্জি।
কী বললে দর্জি?
আমি বললাম, মেয়েদের ব্লাউজ বানানো টাইপ দর্জি না। স্যুট কোট এইসব কাটে। মাস্টার টেইলর। ময়মনসিংহে তাদের বিশাল দোকান।
বাড়ি ময়মনসিংহ?
জি। লেখক হুমায়ূন স্যারের দূর সম্পর্কের আত্মীয় হন। হুমায়ূন স্যার বলেছেন, ছেলে খুবই ভালো।
তাকে কীভাবে চেনো।
আমার লেখা নিয়ে তার কাছে গিয়েছি। তখন থেকে পরিচয়। আমার উপন্যাসের একটা নাম তিনি দিয়েছেন। তিনি নাম রেখেছেন দাঁড়কাকের সংসার। নামটা ভালো হয়েছে না?
তোমার লেখা উনি পড়েছেন?
হুঁ। যাই লিখি তাকে পড়াই। শাওন আপুকেও পড়াই।
শাওন আপুটা আবার কে?
উনার স্ত্রী। ভৌতিক যে অংশটা লিখে ফেলে দিয়েছি সেটা শাওন আপু খুবই পছন্দ করেছিলেন। হুমায়ূন স্যার যেই বললেন, ভালো হয় নি সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিয়েছি। শাওন আপু তো আর লেখক না। তার কথায় গুরুত্ব দেব কেন?
উনি কিছুই বললেন না, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তবে আমার কথায় বড় রকমের ধাক্কা যে তিনি খেয়েছেন তা বুঝলাম যখন দুপুরে আমার জন্যে কোনো খাবার এল না। খাবার পাঠানোর মতো মনের অবস্থা হয়তোবা তার ছিল না। কিংবা এও হতে পারে যে তিনি ভুলে গেছেন।

৫

রক্ত চিকিৎসার প্রস্তুতি সম্পন্ন।
বড় মামার ঘরে কোকের বোতলের এক বোতল রক্ত ঢেলে এসেছি। তিন জায়গায় রক্ত ঢালা হয়েছে– মামার টেবিলে, মেঝেতে, বাথরুমের বেসিনে। বাথরুমের বেসিনের রক্ত সবচে ভালো ফুটেছে। ধবধবে শাদা বেসিনে টকটকে লাল রক্ত।
বিছানায় খানিকটা ঢালার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বিছানার চাদরটা মেরুন রঙের, রক্ত ফুটবে না।
বাসায় সবাই আছে, শুধু বড় মামা নেই। উনি ঘরে ঢুকলেই খেলা শুরু হবে– 'আইজ পাশা খেলবরে শ্যাম'

ASA UNIVERSITY BANGLADESH (ASAUB)
(For a knowledge based society in Bangladesh and beyond)
Admission Going on...
Fall-2011
BSS in Applied Sociology
ASAUB, ASA Tower, 23/3, Khilji Road, Shyamoli, Dhaka-1207.
Tel: 8130238, 8122555, 8130283(ext: 300, 304, 306) or 01713148578
e-mail: info@asaub.edu.bd, web: www.asaub.edu.bd

মা রান্নাঘরে, মোরগপোলাও রান্না করছেন। সকিনা তাকে সাহায্য করছে। বাবা টিভি ছেড়েছেন, ফুটবল খেলা দেখছেন। ফুটবল খেলার দর্শক হিসাবে বাবা আদর্শ, তিনি কোনো দলকেই সাপোর্ট করেন না। সবাইকে গালাগালি করেন। বাবার গালাগালি আমার কাছে ফুটবল খেলার চেয়েও ইন্টারেস্টিং লাগে।

এই মুহূর্তে বাবা চেঁচাচ্ছেন, সবাই মিলে এটার পাছা বরাবর লাথি দেয় না কেন? বদের বাচ্চা। খেলা জানস না খেলতে আসছস কী জন্য? বাড়িতে গিয়ে ছাগলের দুধ খা বদমাইশ!

গালাগালির এই পর্যায়ে বড় মামা বাড়িতে ঢুকলেন। তালা খুলে নিজের ঘরে দাখিল হলেন। কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বড় মামা রক্তের বিষয়টা স্বাভাবিকভাবে নিয়েছেন? না-কি এখনো তাঁর চোখে পড়ে নি। টেনশানে আমার শরীর কাঁপা শুরু হয়েছে। একবার কি উঁকি দিয়ে দেখব?

হঠাৎ করেই মামার বিকট চিৎকার শুরু হলো।

ফরিদা কোথায়? ফরিদা। এই কে আছে বাসায়। এই এই এই।

আমরা সবাই হুড়মুড় করে বড় মামার রুমে ঢুকলাম। বড় মামা বাবার দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দিলেন এইসব কি? ভাবটা এ রকম, যেন ঘটনা বাবা ঘটিয়েছেন।

বাবা বললেন, রক্ত না-কি? রক্ত কোত্থেকে আসল।

রক্তের কথা শুনে সকিনা 'ও আল্লাগো মাইনষের রক্ত' বলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবার ভঙ্গি করল।

বাবা বললেন, ন্যাকামি করিস না। রক্ত কোনোদিন দেখস নাই? ফুটবল প্লেয়ারের মতো অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছিস। তোকে কেউ ল্যাং মেরেছে।

বড় মামা বাবার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, রক্ত কোথা থেকে এসেছে সেটা নিয়ে কথা বল। খামাখা চেঁচাচ্ছ কেন?

বড় মামার কথা শেষ হবার আগেই মা চেঁচিয়ে উঠলেন, ভাইজান বাথরুম ভর্তি রক্ত। মাবুদে খোদা! এইসব কি?

পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়েছে। বাবা তার বন্ধু এবং বস আহসান সাহেবকে ডেকে এনেছেন। তিনি গম্ভীর মুখে রক্ত দেখে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টিতে চাপা হাসি এবং কিছুটা আনন্দ। আহসান সাহেব আমাকে বললেন, লিপি আমি বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করছি। তুমি এক কাপ চা নিয়ে উপরে এস।

আমি বললাম, জ্বি আচ্ছা চাচা।

আহসান সাহেব থতমত খেলেন। এই প্রথম আমি তাঁকে চাচা ডাকলাম।

আমি চা নিয়ে নিজে গেলাম না। সকিনাকে দিয়ে পাঠালাম। বল আমি নিজের কোর্টে নিয়ে আসতে শুরু করেছি। আহসান সাহেবের আমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা করছে। আমাকে না দেখে সেই ইচ্ছাটা আরো বাড়বে। আমি এর ভেতর দিয়ে গিয়েছি। আমি জানি।

সকিনা ফিরে এসে বলল, বড় স্যার আপনেরে টেলিফোন করতে বলেছে।

আমি টেলিফোন করলাম না। উনার এখন অপেক্ষার পালা।

আমার প্রেম যদি বাছুর প্রেম হয় তারটা তাহলে কি? বৃদ্ধ গরু প্রেম? বৃদ্ধ গরু প্রেমও কি বাছুর প্রেমের মতো কঠিন? দেখা যাক। আমি টেলিফোন না করলে উনি আমাকে করতে পারবেন না। কারণ আমার নাম্বার তিনি জানেন না। কোনোদিন জানার আগ্রহ দেখান নি।

আমার মোবাইল টেলিফোন অনেক ঘ্যানঘ্যানানির পর বাবা কিনে দিয়েছেন। চার হাজার তিনশ' টাকা দাম। মোবাইল নিয়ে আহসান সাহেবের কাছে গেলাম। আনন্দে খলবল করতে করতে বললাম, এই যে আমার মোবাইল ফোন।

উনি বললেন, বাহ্ সুন্দর তো। মোবাইলে কমুনিকেশন কীভাবে হয় জান?

আমি বললাম, না।

কমুনিকেশন হয় মাইক্রওয়েভে।

আমি বললাম, আপনার মোবাইল নাম্বারটা দিন। উনি অবাক হওয়ার মতো করে বললেন, কেন?

আপনাকে টেলিফোন করব।

আমাকে কেন টেলিফোন করবে?

তুমি টেলিফোন করবে তোমার বন্ধু-বান্ধবকে।

আর তোমার সঙ্গে তো আমার দেখা হচ্ছেই। যদি অনেক দূরে কোথাও যাও তখন নাম্বার নিও। আমার নাম্বার কাউকে দেই না। প্রয়োজন হলে আমি টেলিফোন করি।

আপনি টেলিফোন করলেই তো নাম্বার উঠে যাবে।

আমারটা উঠবে না। আমার ক্ষেত্রে উঠবে Private Number. বুঝেছ?

জ্বি।

আচ্ছা এখন যাও।

আমি চোখভর্তি পানি নিয়ে চলে এলাম।

বড় মামার ঘরে দ্বিতীয় দফায় ভৌতিক আক্রমণ হলো চারদিন পরে। এবার মোস্তফা ভাই রক্ত এনে দেন নি। আমি ব্যবস্থা করেছি। এক বোতল রুহ আফজা ঢেলে দিয়েছি। এই সিরাপ খুব ঘন। রক্তের মতো লাল।

এবার প্রথম বারের মতো হৈচৈ হলো না। সবাই ঝিম ধরে গেল। শুধু আমার ছোট ভাই রুবেল তার গাড়ি নিয়ে ছোটাছুটি করতে করতে চেঁচাল, অক্ত, অক্ত, অক্ত। সে র বলতে পারে না। নাম জিজ্ঞেস করলে বলে 'উবেল'।

মামার ঘর বন্ধন দেয়া হয়েছে। ঘরের চারকোনায় চারটা তাবিজ ঝুলানো হয়েছে। মা তার মহিলা পীরের কাছ থেকে মাটির সরায় কী সব লিখে এনেছেন। এই মাটির সরা রাখা হয়েছে বড় মামার বাথরুমে। জ্বিনরা না-কি বাথরুমে থাকতে পছন্দ করে।

জ্বিনের বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন হুজুরকেও আনা হয়েছে। হুজুরের মুখভর্তি মেহেদির মতো লাল দাড়ি। তাঁর গা থেকে সস্তা আতরের বিশ্রী গন্ধ আসছে। তিনি আবার জর্দা দিয়ে পান খান। আতরের গন্ধের সঙ্গে জর্দার গন্ধ মিলেমিশে ভয়ঙ্কর এক গন্ধ তৈরি হয়েছে। এই গন্ধেই জ্বিন-ভূতের পালিয়ে দেশান্তরী হওয়ার কথা।

হুজুর বড় মামার ঘরে পা দিয়েই বললেন, সর্বনাশ!

বড় মামা বললেন, সর্বনাশ কেন?

যে জিনিস এই ঘরে আশ্রয় নিয়েছে তার নাম গাইলান। গাইলান হলো জ্বিনদের জাদুকর। একে দূর করতে হলে আজান দিতে হবে।

বড় মামা বললেন, আজান দিন।

হুজুর বললেন, এখন আজান দিয়ে লাভ নাই। এখন সে উপস্থিত নাই।

গেছে কোথায়?

হুজুর বললেন, সেটা তো জনাব আপনাকে বলতে পারব না। গাইলান আমাকে তার ঠিকানা দিয়ে যায় নাই। তার মোবাইল নাম্বারও আমার কাছে নাই।

বাবা বললেন, আমাদের করণীয় কী সেটা বলেন?

গাইলান দেখলেই আজান দিবেন। অজু করে পবিত্র হয়ে আজান দিবেন।

আমি বললাম, হুজুর আজানের ক্যাসেট নিয়ে এসে সারাদিন এই ঘরে বাজালে কেমন হয়?

হুজুর কঠিন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মেয়েছেলের এইসব আলাপে থাকা ঠিক না। গাইলানের প্রধান দৃষ্টি থাকে মেয়েছেলের দিকে।

আমি হুজুরের সামনে থেকে চলে এলাম। রক্তের বদলে রুহ আফজা দেয়ার ভয়াবহ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা গেল। বড় মামার ঘর ভর্তি হয়ে গেল পিঁপড়ায়। সাধারণত কালো পিঁপড়া যেখানে থাকে সেখানে লাল পিঁপড়া থাকে না। বড় মামার ঘর ভর্তি হয়ে গেল সব ধরনের পিঁপড়ায়।

বড় মামা হতাশ গলায় বললেন, এই ঘরের কী সমস্যা কিছুই তো বুঝতেছি

ASA UNIVERSITY BANGLADESH (ASAUB)
(For a knowledge based society in Bangladesh and beyond)
ASA University Bangladesh
Admission Going on... Fall-2011
LLM
ASAUB, ASA Tower, 23/3, Khilji Road, Shyamoli, Dhaka-1207,
Tel: 8130238, 8122555, 8130283(ext: 300, 304, 306) or 01713148578
e-mail: info@asaub.edu.bd, web: www.asaub.edu.bd

আশিয়ান শীতলছায়া

না।

গত সাতদিনে আহসান সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। তাঁকে টেলিফোনও করি নি। অষ্টম দিনে দেখা হলো। আমি জানি উনি ছাদে হাঁটাহাঁটি করছেন। তারপরেও ভান করলাম তাকে দেখতে পাই নি। ছাদে শুকাতে দেয়া আচার আনতে গেছি। আমি যখন চলে যাচ্ছি তখন তিনি ডাকলেন, লিপি!
আমি ভয়ঙ্কর চমকে যাবার ভাব করলাম। চমকানোর অভিনয় খুব ভালো হলো। কারণ চমকে আমি হাত থেকে আচারের বোতল ফেলে দিলাম। দু'টা বোতলই ভেঙে চুরমার।
তিনি বললেন, সরি তোমাকে চমকে দিয়েছি। পা কাটে নি তো?
আমি বললাম, মনে হয় কেটেছে। কিছু হবে না।

তিনি বললেন, কিছু হবে না মানে? দাঁড়াও ডেটল নিয়ে আসছি।

উনি ডেটল আনতে ঢুকলেন এই ফাঁকে আমি বাসায় চলে এলাম। কল্পনায় দেখছি উনি ডেটল নিয়ে ফিরে এসে আমাকে না দেখে ধাক্কার মতো খাবেন।

আমি এখন তাঁর খেলা তাঁকে ফেরত দিচ্ছি।
একদিনের কথা বলি। তিনি গাড়ি থেকে নামছেন আমি স্কুলে যাচ্ছি। আমাকে দেখে বললেন, লিপি স্কুল কখন ছুটি হবে?

আমি বললাম, চারটায়।

আমার সঙ্গে এক জায়গায় বেড়াতে যাবে?

আমার বুক ধক করে উঠল। আমি বললাম, অবশ্যই যাব।

তিনি বললেন, কোথায় যেতে চাও বল।

আমি বললাম, আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন আমি সেখানে যাব।

তিনি বললেন, তাহলে স্কুল ছুটির পর অপেক্ষা কর।

আমি বললাম আচ্ছা।

স্কুলে কীভাবে কাটল আমি বলতে পারব না। প্রবল এক ঘোর। সারাক্ষণ মনে হচ্ছিল এই বুঝি আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। অংক মিস বললেন, লিপি তুমি এরকম করছ কেন? তোমার কি শরীর খারাপ করেছে।

আমি বললাম, জ্বি আপা।

তিনি বললেন, শরীর খারাপ নিয়ে ক্লাস করতে হবে না। বাসায় চলে যাও।

আমি বললাম, আপা! আমি এখন বাসায় যেতে পারব না। বাসায় এখন কেউ নাই। চারটার সময় আমাকে নিতে গাড়ি আসবে।

অংক মিস বললেন, তাহলে এক কাজ কর। কমন রুমে যাও। সোফায় শুয়ে থাক।

আমি কমন রুমের সোফায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যেই নোংরা এক স্বপ্ন দেখলাম। আহসান সাহেব এবং আমি গাড়িতে করে যাচ্ছি ... না এই স্বপ্নটা বলা যাবে না।

চারটায় স্কুল ছুটি হলো। আমি স্কুল গেটে দাঁড়িয়ে আছি তো আছিই। পাঁচটা বাজল, সাড়ে পাঁচটা বাজল। ছ'টার সময় আহসান সাহেবের গাড়ি নিয়ে বাবা উপস্থিত। বাবা বললেন, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন। তোর মা চিন্তায় অস্থির। তোর কী হয়েছে।

এই ঘটনার দু'দিন পর আহসান সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো। আমি এমন ভাব করলাম যেন কিছুই হয় নি। আহসান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, লিপি তোমার বয়স কত।

আমি বললাম পনেরো।

তিনি বললেন, পনেরো বছর বয়েসী একটি মেয়ে কারো কথায় বেড়াতে চলে যাবে না। সে নিজেকে রক্ষা করবে। মনে থাকবে?

আমি বললাম, জ্বি।

তিনি বললেন, ছাদে আজ টেলিস্কোপ ফিট করছি। মঙ্গল গ্রহ দেখা হবে। দেখতে চাও।

আমি বললাম চাই।

মঙ্গল গ্রহের চাঁদ কয়টা বল।

দু'টা।

নাম জান?

না।

নাম শিখে রাখ একটির নাম ডিমোস, আরেকটির নাম ফিবোস।

মনে থাকবে?

থাকবে।

গুড গার্ল।

আচারের বোতল আমার পায়ে পড়েছিল কিন্তু পা কাটে নি। পা কাটার কথা বলেছি তাঁর রিএকশান কী হয় তা দেখার জন্যে। তাঁর রিএকশান দেখে খুশি হয়েছি।
ডেটল নিয়ে এসে আমাকে না দেখে তিনি কী করেছেন তা দেখতে পেলাম না সামান্য আফসোস। সেই আফসোসও দূর হলো যখন বাবা বললেন, এই আচারের বোতল পড়ে তোর না-কি পা কেটেছে?

আমি বললাম, হুঁ।

উনি তোর জন্যে তুলা-ডেটল আনতে গেলেন আর তুই পালিয়ে চলে এসেছিস? উনি টেনশান নিয়ে অপেক্ষা করছেন। এক্ষুনি যা পা দেখিয়ে আয়।

আমি বললাম, যাব না।

বাবা বললেন, অবশ্যই যাবি। একজন কেউ মমতা দেখালে তার মূল্য দিতে হয়। এই বিষয়ে একটা সহি হাদিস আছে।

আমি বললাম, উনার কাছে যাচ্ছি। তোমাকে হাদিস কপচাতে হবে না।

আহসান সাহেব আমাকে দেখেই ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, তুমি কোথায় পালিয়ে গেলে?

আমি বললাম, ভয়ে পালিয়ে গেছি।

কিসের ভয়?

ডেটল দিতে গিয়ে যদি আপনি পায়ে হাত দেন সেই ভয়ে। তিনি একটু থতমত খেলেন। আমি বললাম, বাসায় এসে দেখি পা কাটে নি। আচারের লাল তেল রক্তের মতো দেখাচ্ছিল।
আহসান সাহেব বললেন, রক্তের কথায় মনে পড়ল, ভৌতিক রক্তপাতের পর তোমাদের বাসার অবস্থা কী?
আমি বললাম, গাইলানের ভয়ে সবাই অস্থির।
গাইলান কী?
খারাপ ধরনের জ্বিন। এই জ্বিন আজান দিয়ে তাড়াতে হয়। এমনিতে যায় না।
তোমার উপন্যাস লেখার প্লট পেয়ে গেছ।
হ্যাঁ।
ভৌতিক অংশটা লিখেছ?
না।
লিখছ না কেন?
আমার আর লিখতে ইচ্ছা করছে না।
উনি অবাক হয়ে বললেন, কেন ইচ্ছা করছে না?
আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, আমার বাচ্চুর প্রেম চলে গেছে তো এই জন্যে।
বাচ্চুর প্রেম শেষ লেখালেখিও শেষ।
বাচ্চুর প্রেম শেষ?
হুঁ।
কীভাবে শেষ হলো?
জানি না কীভাবে শেষ হলো। হঠাৎ একদিন লক্ষ করলাম ... থাক বলব না।
বলবে না কেন?
শুনলে আপনার হয়তো খারাপ লাগতে পারে।

ASA UNIVERSITY BANGLADESH (ASAUB)
(For a knowledge based society in Bangladesh and beyond)
ASA University Bangladesh
Admission Going on...
Fall-2011
MBA (Regular & Executive)
ASAUB, ASA Tower, 23/3, Khilji Road, Shyamoli, Dhaka-1207,
Tel: 8130238, 8122555, 8130283 (ext: 300, 304, 306) or 01713148578
e-mail: info@asaub.edu.bd, web: www.asaub.edu.bd

আশিয়ান শীতলছায়া

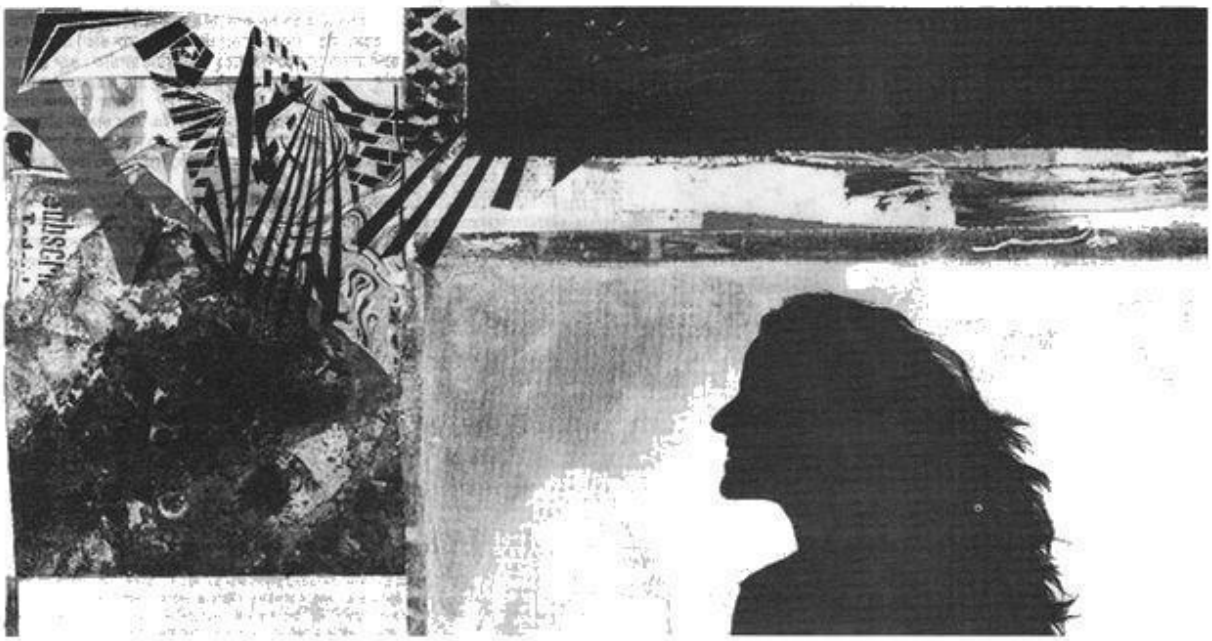

আমার খারাপ লাগবে না, তুমি বল।
হঠাৎ একদিন লক্ষ করলাম আপনার কাছে আসতে ইচ্ছা করে না, আপনার সঙ্গে কথা বলতেও ভালো লাগে না।
তুমি বলতে চাচ্ছ হঠাৎ লক্ষ করলে আমি একজন বিরক্তিকর মানুষ হয়ে গেছি।
হুঁ।
আচ্ছা ইন্টারেস্টিং। তোমার বিয়ের কী হলো? ঐ যে দর্জি আলাপ আলোচনা চলছে?
জানি না। আমি নিজ থেকে তো আর বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারি না, বাবা আমার বিয়ের আলাপের কতদূর কী হলো।
আহসান সাহেব কিছু বললেন না, চুপ করে রইলেন। সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিলেন। তিনি সিগারেট খেতেন না। ইদানীং কি সিগারেট খাওয়া ধরেছেন।
আমি উঠে দাঁড়ালাম। স্পষ্ট গলায় বললাম, চাচা যাই?
তিনি সিগারেট ধরিয়েছেন। ধোঁয়া ছেড়ে ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে আছেন। কিছু বলবেন বলে ঠোঁট ফাঁক করলেন, কিছু বললেন না। আমি চলে এলাম।

মামা ঠিক করেছেন এই বাড়িতে থাকবেন না। তিনি কলাবাগানের এক হোটেলের সঙ্গে মাসকাবারি ব্যবস্থা করেছেন। হোটেলের নাম ব্লু হাউস।
মা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, ভাইজান সত্যি চলে যাবেন?
বড় মামা বললেন, এখনই তো যাচ্ছি না। বুধবার যাব। বুধবার থেকে হোটেলে বুকিং নিয়েছি। মাঝে মধ্যে এসে এক দুইরাত থাকব।
মাঝে মধ্যে এসে এক দুইরাত থাকব বলার সময় চট করে মামা একবার সকিনার দিকে তাকালেন। বিষয়টা অন্য কেউ লক্ষ করল না। লক্ষ করার কথাও না।
বাবা বললেন, জিনিসপত্র কি সব নিয়ে যাবেন ভাইজান।
প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে যাবে। বাকি সব থাকবে। বড় ট্রাংকটা নিয়ে যাব। কিছু জরুরি কাগজপত্র আছে।
বড় মামা জানেন না ট্রাংকে তাঁর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কিছুই নেই। সব আমি সরিয়ে ফেলেছি। চাবিওয়ালা বড় ট্রাংকের চাবি বানিয়ে দিয়েছে। সেই চাবি আমার পড়ার ড্রয়ারে লুকানো। ট্রাংকে আমি একটা দলিল দেখে আনন্দ পেয়েছি। একশ টাকার স্ট্যাম্পে মা লিখেছেন জমিতে মায়ের যে অংশ তা তিনি বড় মামাকে লিখে দিয়েছেন।
বড় মামার দশতলা দালানের ব্যাপারটা এখন স্পষ্ট হচ্ছে। ট্রাংকের বাকি কাগজ এখনো দেখা হয় নি। ধীরে ধীরে দেখব। তাড়াহুড়ার কিছু নেই। যখন জানবেন তখন কী নাটক হয় কে জানে। নাটকটা দেখতে ইচ্ছা করছে। মা'র সঙ্গে বড় মামা এবং সকিনার বিষয়টা বলতে চাচ্ছি। আমি সকিনাকে ভোর রাতে মামার ঘর থেকে বের হতে দেখেছি।
মা আমার মুখের কথা বিশ্বাস করবে না। সবচে ভালো হয় সকিনা যখন মামার ঘরে তখন হঠাৎ বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে দেয়া।
বড় মামা বুধবারে চলে যাবেন। আজ রবিবার। হাতে দু'দিন মাত্র আছে। এই দু'দিনের ভেতর কি ঘটনা ঘটবে? হে আল্লাহপাক যেন ঘটে।
আহসান সাহেব আমার উপর প্রচণ্ড রেগে আছেন। কয়েকবার খবর পাঠিয়েছেন যেন আমি দেখা করি। আমি দেখা করি নি। এই কিছুক্ষণ আগে বাবাকে দিয়ে স্লিপ পাঠিয়েছেন। মুখ বন্ধ খাম বাবা আমার হাতে দিয়ে বললেন, আহসান তোকে দিতে বলল। খাম খুলে দেখি ইংরেজিতে লেখা Need to talk to you.
বাবা চিন্তিত গলায় বললেন, কী লেখা?
আমি বললাম, আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।
বাবা বললেন, যা কথা বলে আয়। না গেলে রাগ করবে। তার মেজাজ কী কারণে জানি না খুব খারাপ।

আশিয়ান শীতলছায়া

তোমাকে অপমান করেছেন তাই না?
বাবা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন, মুখে কিছু বললেন না। আমি বললাম, তিনি সবার সামনে তোমাকে ইডিয়ট বলেছেন, তাই না।
বাবা ক্ষীণ গলায় বললেন, সবার সামনে না। ক্যাশিয়ার সাহেবের সামনে।
তুমি কী বললে?
আমি আবার কী বলব? আমি তো আর তাকে ইডিয়ট বলতে পারি না। তবে মনে কষ্ট পেয়েছি।
আমি বললাম, বাবা চাকরিটা ছেড়ে দিলে হয় না?
বাবা চমকে উঠলেন। আমি বললাম, তিনিই তোমাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেবেন কাজেই আগেভাগেই চাকরি ছেড়ে দেয়া ভালো।
বাবা বললেন, চাকরি ছেড়ে দিলে থাকব কোথায়?
আমি বললাম, রাস্তায় থাকব। হিমু পরিবার হয়ে যাব।
বাবা বললেন, হিমু পরিবার আবার কী?
যে পরিবারের সব সদস্য শুধু পথে পথে হাঁটে সেই পরিবারকে বলা হয় হিমু পরিবার।
বাবা হতাশ গলায় বললেন, তোর কথা আগেও বুঝতে পারতাম না, এখনো পারি না।
আমি বললাম, তুমি যদি রবীন্দ্রনাথ হতে তাহলে এখন বলতে, তোমার ভাষা বুঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি।
বাবার সবকিছু জলাঞ্জলির সময় এসে গেছে তিনি বুঝতে পারছেন না।
আমি আহসান সাহেবের কাছে গেলাম না। স্লিপের উত্তর স্লিপ দিয়ে দিতে হয় কাজেই আমিও একটা স্লিপ লিখে সকিনাকে দিয়ে পাঠালাম। সেখানে লেখা–
"রাক্রিমখ নাফনা
কুরেং সি ঝিনা।" ৫৩০১ ক্লেং।
সাংকেতিক কোনো চিঠি না। হাবিজাবি লেখা কিন্তু তিনি ভাববেন সাংকেতিক চিঠি। অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা চালাবেন। অর্থ উদ্ধার করতে পারবেন না। অতিবুদ্ধিমান হবার কারণে হালও ছাড়বেন না। বিপদে অতিবুদ্ধিমানরাই পড়েন, সাধারণরা পড়ে না। মামা অতিবুদ্ধিমান বলেই বিপদে পড়বেন। শিং মাছ যেমন ছাই দিয়ে ধরা হয় মামাকেও আমি ছাই দিয়ে ধরব। ধরব বলা ঠিক হবে না ধরে ফেলেছি। পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কে সাহায্য করবে? কে আবার বোকা সকিনা?
সকিনা রে সখিনা
তোর রঙ্গ দেখে বাঁচি না।
দূর ভুল বললাম, রঙ্গ সকিনার না– রঙ্গ আমার মামার। তার রঙ্গ দেখে আমি বাঁচি না। রঙ্গ অবশ্যি আহসান সাহেবও দেখাচ্ছেন। এবং আরো দেখাবেন।
সন্ধ্যার পরপর আহসান সাহেব আমাদের বাসায় উপস্থিত। এই কাজ তিনি কখনো করেন না। বাবার সঙ্গে তার নাকি জরুরি আলাপ। আমি সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেললাম তিনি কী জন্য এসেছেন। তিনি বাবার সঙ্গে কথা বলতে আসেন নি। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন, মাধ্যম হলেন বাবা। তিনি ধরে নিয়েছেন তাদের কথাবার্তা আমি আড়াল থেকে শুনব।
অন্যের কথা আড়াল থেকে শোনা অপরাধ, শুধু লেখকদের ক্ষেত্রে এটা অপরাধ না। কথাটা মার্কিন লেখক মার্ক টুয়েনের। আমাকে বলেছেন আহসান সাহেব। লেখকদের প্রধান কাজ শুনে যাওয়া। প্রকাশ্য কথা অপ্রকাশ্য কথা সব শোনা। আমি তাই করলাম। তাদের কথাবার্তার সময় জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম।
আহসান সাহেব : আজ সকালের ঘটনাটার জন্য আমি লজ্জিত। টেনশনে আছি তো, টেনশনে মাথা এলোমেলো হয়ে আছে।
বাবা : কী নিয়ে টেনশন?
আহসান : বিয়ে করব কি করব না, এই নিয়ে টেনশন। তুমি তো জান আমার আগের বিয়েটা ওয়ার্ক আউট করে নি। যার প্রথম বিয়ে ওয়ার্ক আউট করে না তার দ্বিতীয়টাও করে না। তবে তৃতীয়টা করে।
বাবা : জানতাম না তো!
আহসান : এই স্ট্যাটিসটিকস আমেরিকানরা বের করেছে। তিন বিয়ে চার বিয়ে তো ওদের কাছে ডালভাত।
আহসান : ইছামতি উপন্যাসে বিভূতি ভূষণ এক যুবককে তিন বোনের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন এবং যুবক অসম্ভব সুখী হয়েছিল।
[এই গল্পটি আহসান সাহেব আমাকে শোনানোর জন্য বলেছেন। তিনি ইছামতি উপন্যাসটা আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন।]
বাবা : তিন বোন বিয়ে করে সুখী। ভালো তো। হা হা হা।
[বাবা অকারণে হাসছেন। হাসির কিছু ঘটে নি। তিনি হাসছেন প্রমাণ করার জন্যে যে আহসান সাহেবের কথা শুনে তিনি মজা পাচ্ছেন। ঘরজামাই যেমন শ্বশুরের মান রেখে চলে, একজন আশ্রিতও আশ্রয়দাতার মন রেখে চলে]।
বাবা : আমার মতে তোমার উচিত একটা ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে করা। শেষ বয়সে সেবাযত্নের প্রয়োজন আছে।
আহসান : আমার সেবাযত্নের জন্যে স্ত্রী প্রয়োজন নেই। আমার কাছে স্ত্রী হলো কম্পেনিয়ন। সাথী।
বাবা : ও আচ্ছা সাথী। অবশ্যই সাথী।
[জ্ঞানীর মতো বলা, যেন সাথী বিষয়টা তিনি বুঝে ফেলেছেন।]
আহসান : ডাকাতের সঙ্গে তার যে বন্ধু ডাকাতি করতে যাচ্ছে সেও কিন্তু ডাকাতের সাথী।
বাবা : আরে তাই তো Valid point বিষয়টা সেইভাবে আগে চিন্তা করি নাই। তুমি বলায় সব ক্লিয়ার হয়ে গেল।
[বাবার কাছে কিছুই ক্লিয়ার হয়নি। সব জট পাকিয়ে আছে। বন্ধুকে খুশি করার চেষ্টায় আছেন।]
আহসান : এক কাপ চা খাব। লিপিকে চা দিতে বল। চায়ে আমি কতটুকু চিনি খাই লিপি জানে।
আহসান সাহেব ভেবেছিলেন চা নিয়ে আমি ঢুকব। তিনি এই ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। যন্ত্রণাদায়ক অপেক্ষা। আমি চা বানিয়ে সকিনাকে দিয়ে পাঠালাম।
আহসান সাহেব চলে যাবার পর বাবা আনন্দিত গলায় জানালেন, রাতে আহসান আজ আমাদের সঙ্গে খাবে। তার বাবুর্চি আসে নি।
আমি বাবাকে বললাম, খেতে এসে তিনি যদি আমার খোঁজ করেন তাহলে বলবে আমি শুয়ে আছি। আমার জ্বর।
বাবা কপালে হাত দিয়ে বললেন, কপাল তো ঠাণ্ডা।
আমি বললাম, কিছু কিছু জ্বর চামড়ার ভেতরে থাকে। গায়ে হাত দিয়ে সেই জ্বর বোঝা যায় না।
বাবা বললেন, এই অদ্ভুত কথা তোকে কে বলেছে
আমি বললাম, আহসান চাচু বলেছেন।
বাবা বললেন, তাহলে ঠিক আছে। তাকে আমি চিনি তো, সে ভুল কথা বলার মানুষই না।
আজ বুধবার। বড় মামা হোটেলে চলে যাবেন। তার সঙ্গে কী সব যাবে তা আলাদা করা হচ্ছে। মামা ট্রাংক এত হালকা কেন দেখার জন্য তালা খুলেছেন। ট্রাংক খুলে তার জবান বন্ধের মতো হয়ে গেল। শূন্য ট্রাংকে সকিনার এক জোড়া স্যান্ডেল এবং মামার টেবিলের ড্রয়ারে রাখা কনডমের প্যাকেট। এই যা, কিসের প্যাকেট বলে ফেলেছি। সরি।
মামা প্রথমেই আমাকে ডেকে পাঠালেন। থমথমে গলায় বললেন, আমার ট্রাংক কে খুলেছে?
আমি বললাম, তোমার ঘর তালা দেয়া, ট্রাংক তালা দেয়া। চাবি তোমার কাছে। কে খুলবে।
মামা বললেন, জরুরি সব কাগজপত্র, জমির দলিল ছিল ট্রাংকে, কিছুই নেই– আছে এক জোড়া স্যান্ডেল।
কার স্যান্ডেল মামা?
কার স্যান্ডেল আমি জানব কীভাবে? এই যে স্যান্ডেল।
আমি বললাম, মনে হচ্ছে সকিনার স্যান্ডেল। ওকে ডেকে জিজ্ঞাস করি?
মামা মূর্তির মুখ করে বসে রইলেন। সকিনা এসে স্যান্ডেল শনাক্ত করল। তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। সে বলল, আপনার এইখানে স্যান্ডেল। আমি ক'দিন ধইরা খুঁজতেছি।
মামা বললেন, তুই আমার ট্রাংকে তোর স্যান্ডেল রেখেছিস?
সকিনা বলল, তুই তুকারি করেন ক্যান?
মামা বললেন, থাবড়ায়ে তোর দাঁত ফেলে দেব হারামজাদি। তুই আমার ট্রাংক খুলেছিস?
সকিনা বলল, হারামজাদি ডাকা শুরু করছেন। রাইতে যখন ঘরে ডাইকা 'মহব্বত' করেন তখন হারামজাদি ডাক কই ছিল।
মামা বললেন, মাগি চুপ।
সকিনা বড় মামার গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল। অকল্পনীয়

আশিয়ান শীতলছায়া

দৃশ্য। আমি ছুটে ঘর থেকে বের হলাম। মা'কে বললাম, ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে মা। 'গাইলান' চলে এসেছে। বাবাকে আজান দিতে বল।
কী বলছিস তুই।
আমি বললাম গাইলান সকিনার উপর ভর করেছে। এই কারণে সকিনা বড় মামার গালে চড় দিয়েছে। একটু আগে দেখেছি সকিনা হাতে স্যান্ডেল নিয়েছে, মনে হয় বড় মামাকে স্যান্ডেল দিয়ে মারবে।
ঘটনা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সকিনা ক্রমাগত চেঁচাচ্ছে। আমারে বিয়া করন লাগব। বিয়া না করলে আমি ছাড়ুম না। পত্রিকায় নিউজ দিমু। বলুম, আমার পেটে সন্তান। আমি গফরগাঁয়ের মেয়ে। আমারে চিনেন না। আফনেরে মামা ডাকি। মামা এমুন হয়।
মা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, সকিনা এইসব কী বলছিস।
সকিনা বলল, আফনের ভাইজানরে জিগান কী বলতেছি। যদি প্রমাণ হয় আমি মিথ্যা বলেছি তাইলে আমি মামার কাঁচা গু খামু। বড় মামা বললেন, তুই এক্ষুনি বের হ। বেশ্যা মাগি। মানুষকে বিপদে ফেলে ব্ল্যাকমেইলের চেষ্টা। যা তুই পত্রিকাওয়ালাদের খবর দে।
সকিনা স্যান্ডেল নিয়ে ঝড়ের বেগে বের হয়ে গেল। পরিস্থিতি সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হবার কথা। তা হলো না। বড় মামা বললেন, আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আমি শিশি খাওয়া পাবলিক না।
আমি বুঝি।
বাবা বললেন, কী ষড়যন্ত্র?
বড় মামা বললেন, ষড়যন্ত্র করছে আপনার মেয়ে। আমার ঘরে রক্ত ফেলে রাখা। সকিনার স্যান্ডেল ট্রাংকে ভরে রাখা– সব তার কাজ। আমার জমির দলিল চুরি করা হয়েছে। এই বাড়ি আমি তন্নতন্ন করে খুঁজব।
বাবা বললেন, অবশ্যই খুঁজবেন। আপনার সঙ্গে আমিও খুঁজব। জমির দলিল হারানো সহজ কথা। ছিঃ ছিঃ কী কেলেঙ্কারি।
বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও দলিলপত্রের কোনো হদিস পাওয়া গেল না। বড় মামা বললেন, কাগজপত্রে কোথায় আছে আমি জানি।
বাবা বললেন, কোথায়?
বড় মামা বললেন, আপনার মেয়ে কাগজপত্র রেখেছে বাড়িওয়ালা আহসান সাহেবের কাছে।
বাবা বললেন, তার কাছে কাগজ রাখবে কেন?
বড় মামা বললেন, আমি শিশি খাওয়া লোক না। আমি সব বুঝি।
মা বললেন, কী বুঝেন?
বড় মামা বললেন, তোমার এই মেয়ে আহসান সাহেবের রক্ষিতা। আহসান সাহেব এই মেয়ের জন্যে ঘর খামাখা সাজায়ে দেন। ফ্রি লাঞ্চ বলে জগতের কিছু আছে। জেনেশুনে মেয়েকে দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি। ছিঃ ছিঃ।
কথাবার্তার এই পর্যায়ে মা মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে গেলেন। হতভম্ব বাবা, বড় মামার দিকে তাকিয়ে আছেন। মা যে মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন সেদিকে তার লক্ষ্যও নেই।
বড় মামা বললেন, আমি আহসান বদটার ঘর পরীক্ষা করব। আমি ছাড়ব না। তোমরা চল আমার সাথে। তোমাদের সামনে মোকাবেলা হবে। লুকাছাপার মধ্যে আমি নাই।
আমি বাবা আর বড় মামা আহসান সাহেবের ঘরে উপস্থিত হলাম। বাবা ক্রমাগত চোখের পানি মুছছেন। বড় মামার চোখমুখ শক্ত। শুধু আমি শান্ত। আহসান সাহেব অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার?
বড় মামা বললেন, আমার কিছু জরুরি কাগজপত্র চুরি হয়েছে। আমার ভাগ্নি লিপি চুরি করেছে। সে লুকিয়ে রেখেছে আপনার এখানে। কাগজপত্রগুলো না পেলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।
আহসান সাহেব শান্ত সুরে বললেন, লিপি কি বলেছে যে আমার এখানে লুকিয়ে রেখেছে।
বড় মামা বললেন, এখনো স্বীকার করে নি। তবে তার ভাবভঙ্গি এ রকম।
আহসান সাহেব বললেন, অবশ্যই খুঁজে দেখবেন। আমার দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই। তবে আমি লিপির সঙ্গে আলাদা কথা বলে জানতে চেষ্টা করি। সে আমার এখানে রেখেছে কি-না?
বড় মামা বললেন, জিজ্ঞাস করেন। আমি এখানেই থাকব। আপনার ঘর পরীক্ষা না করে যাব না।
আহসান সাহেব বললেন, অবশ্যই।
আমি এবং আহসান সাহেব ছাদের এক কোণায় এসে দাঁড়িয়েছি। আহসান সাহেবের মুখ হাসি হাসি। হাসি সংক্রামক, কাজেই আমিও হাসলাম। আহসান সাহেব বললেন, কাগজপত্র চুরি করেছ?
আমি বললাম, হ্যাঁ।
আমার এখানে রেখেছ?
না।
কোথায় রেখেছ?
লেখক হুমায়ূন স্যারের বাসায়। সেখানে মোস্তফা নামের আমার পরিচিত একজন আছে। হুমায়ূন স্যারের পিওন। তাকে রাখতে দিয়েছি।
আহসান সাহেব বললেন, ভেরি স্মার্ট।
আমি বললাম, আপনাকে যে সাংকেতিক চিঠি পাঠিয়েছি তার অর্থ উদ্ধার করতে পেরেছেন।
তিনি বললেন, তুমি কোনো সাংকেতিক চিঠি পাঠাও নি। এলোমেলো কিছু কথা লিখে আমাকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছ।
বিভ্রান্ত হয়েছেন?
আমি বিভ্রান্ত হবার মানুষ না। তোমার বাবা কাঁদছেন কেন? মনের দুঃখে কাঁদছেন। বড় মামা আমাকে বলেছেন আপনার রক্ষিতা।
Oh God.
এই ঘটনার ঠিক আঠারো দিনের মাথায় আমি আহসানকে বিয়ে করি। আমার বাবা-মা এই বিয়ে মেনে নেন নি। তারা আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছেন। বাবা বলে গেছেন জীবনে আমার মুখ দেখবেন না। এইসব বাবার কথার কথা। তিনি সাতদিন আমাকে না দেখে থাকতে পারবেন না। মা আরো কিছু বেশি দিন পারবেন। দশ দিন বা এগারো দিন। মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে কঠিন হয় এ কথা তো সবাই জানে।
আমার বিয়েতে মোস্তফা ভাইকে দাওয়াত দেয়ার জন্যে হুমায়ূন স্যারের বাসায় গিয়েছিলাম। হুমায়ূন স্যার এবং শাওন ভাবীকে দাওয়াত করার ইচ্ছা ছিল। তারা তো আসবেন না এই জন্য দাওয়াত করি নি।
খুব সাহস করে হুমায়ূন স্যারকে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম। ভেবেছিলাম তিনি বিরক্ত হবেন, জবাব দেবেন না। তিনি বিরক্ত হয়েছেন কি-না জানি না তবে আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। আমার প্রশ্ন ছিল, স্যার ভালোবাসা আসলে কী?
তিনি বললেন, রবীন্দ্রনাথ যে প্রশ্নের উত্তর দিতে জানেন না, সেই প্রশ্ন আমাকে করেছ কেন?
আমি বললাম, রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের উত্তর জানেন না?
তিনি বললেন, না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানতে চেয়েছেন, 'সখি ভালোবাসা কারে কয়?' তারপরেও আমার ব্যাখ্যাটা বলছি। এটা সম্পূর্ণই আমার নিজের ব্যাখ্যা।
স্যার বলুন।
তিনি বললেন, ভালোবাসা এবং ঘৃণা আসলে একই জিনিস। একটি মুদ্রার এক পিঠে 'ভালোবাসা' আরেক পিঠে লেখা ঘৃণা। প্রেমিক প্রেমিকার সামনে এই মুদ্রা মেঝেতে ঘুরতে থাকে। যাদের প্রেম যত গভীর তাদের মুদ্রার ঘূর্ণন তত বেশি। এক সময় ঘূর্ণন থেমে যায় মুদ্রা ধপ করে পড়ে যায়। তখন কারো কারোর ক্ষেত্রে দেখা যায় 'ভালোবাসা' লেখা পিঠটা বের হয়েছে, কারো কারো ক্ষেত্রে ঘৃণা বের হয়েছে। কাজেই এই মুদ্রাটি যেন সব সময় ঘুরতে থাকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। ঘূর্ণন কখনো থামানো যাবে না। বুঝেছ?
আমি আর্মি অফিসারদের মতো স্যালুট দেয়ার ভঙ্গি করে বললাম, ইয়েস স্যার। আমার মুদ্রা সব সময় ঘুরবে। কখনো থামবে না।

পুনশ্চ

দৈনিক সমকাল পত্রিকায় বড় মামা এবং সকিনার কেচ্ছা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ছাপা হয়েছে। সকিনা কাঁদছে এই ছবিসহ। খবরের শিরোনাম 'মামা ভয়ঙ্কর'। পত্রিকায় খবর বের হবার পরপরই পুলিশ মামাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। তার জামিন হয় নি। মনে হয় রিমান্ডে নেবে। ❖